শেষ বিদায়ের আগে

রেখে যাও কিছু উত্তম নিদর্শন

সূচিপত্র

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

সবচেয়ে বড় প্রতিদানযোগ্য ও আল্লাহর সর্বাধিক সন্তুষ্টিময় আমলের একটি হলো—এমন আমল, যার উপকার কেবল নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না; যার মাধ্যমে কেবল আমলকারী নিজেই উপকৃত হয় না; বরং তার এই ভালো কাজের মাধ্যমে আরও অনেকেই উপকৃত হয়। এমন আমলের উপকারিতা ব্যাপক হয়। এমনকি এর দ্বারা অনেক সময় বিভিন্ন প্রাণীও উপকৃত হয়।

সবচেয়ে উপকারী নেক আমল তো সে আমল, যার সাওয়াব আপনি অন্ধকার কবরে নিঃসঙ্গ থাকাবস্থায়ও পাবেন। প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য, মৃত্যুর পূর্বে উপযুক্ত আমল করে যাওয়া, মৃত্যুর পূর্বে এমন কোনো অবলম্বন রেখে যাওয়া—যার দ্বারা সে কবরে শুয়ে শুয়ে নিজেও উপকৃত হবে এবং অন্যান্য মানুষও উপকৃত হবে। আল্লাহ তাআলা তো সত্যই বলেছেন :

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

'তোমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তমরূপে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে।'[১]

وكن رجلاً إن أتوا بعده * يقولون : مرَّ وهذا الأثرْ

১. সুরা আল-মুজ্জাম্মিল : ২০

'তুমি এমন ব্যক্তি হও; যেন তোমার পরবর্তীরা এসে বলে, তিনি চলে গেলেন—রেখে গেছেন এ নিদর্শন।'

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে করেছি। আল্লাহ যেন তাওফিক দান করেন। আমিন।

মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

সীমাবদ্ধ উপকারী আমল ও বিস্তৃত উপকারী আমলের মধ্যকার পার্থক্য

বিস্তৃত উপকারী আমল

বিস্তৃত উপকারী আমল এমন আমল, যা থেকে কেবল আমলকারীই নয়; বরং অন্যরাও উপকৃত হয়। হোক সেটা পরকালীন, যেমন : দ্বীন শিক্ষা দেওয়া, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া; অথবা হোক সেটা ইহকালীন, যেমন : কারও কোনো প্রয়োজন পূর্ণ করা, মাজলুমদের সাহায্য করা।

সীমাবদ্ধ উপকারী আমল

সীমাবদ্ধ উপকারী আমল হলো এমন আমল, যার উপকার ও সাওয়াব কেবল আমলকারীর সাথেই সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন : রোজা, ইতিকাফ প্রভৃতি আমল।

উভয় প্রকার আমলের মধ্যে কোনটি উত্তম?

ফুকাহায়ে কিরাম সীমাবদ্ধ উপকারী আমলের তুলনায় বিস্তৃত উপকারী আমলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন, 'সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে, যার মধ্যে সর্বাধিক উপকার নিহিত রয়েছে। কারণ, কুরআন-সুন্নাহতে মানুষের জন্য উপকারী আমলের ব্যাপারে অনেক আয়াত-হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর এ সকল নস এ ধরনের উপকারী আমলগুলো দ্রুত করা এবং মানুষের প্রয়োজন পুরো করার বিষয়টিও বুঝিয়ে থাকে। সে সকল নস থেকে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

আবু দারদা ﵁ হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

'সাধারণ একজন ইবাদতকারীর ওপর একজন আলিমের মর্যাদা নক্ষত্ররাজির ওপর পূর্ণিমা রাতের চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়।'[২]

রাসুল ﷺ আলি رضي الله عنه-কে লক্ষ্য করে বলেন :

لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

'আল্লাহ তাআলা তোমার মাধ্যমে একজন লোককে হিদায়াত দেওয়া তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।'[৩]

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

'যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের দিকে আহ্বান করে, তার জন্যও আমলকারীর সমান প্রতিদান অবধারিত। তার এ প্রতিদান-প্রাপ্তি আমলকারীদের প্রতিদান হ্রাস করবে না।'[৪]

ব্যক্তিগত নেক আমল তথা সীমাবদ্ধ উপকারী আমলগুলো আমলকারীর মৃত্যুবরণের সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বিস্তৃত উপকারী আমলের আমলকারী ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে তার নেক আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় না; বরং তা একটা সময় পর্যন্ত চলতে থাকে।

আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া আ.-কে কিছু বিশেষ গুণ দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়া, তাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখানো, তাদের জীবনযাপন ও প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে উপকার সাধন করা। বৈরাগ্য বা একাকী জীবনযাপন করতে কিংবা জাতির কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য নবি-রাসুলদের প্রেরণ করা হয়নি। এ জন্যই নবিজি ﷺ

২. সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৪১
৩. সহিহ মুসলিম : ২৪০৬
৪. সহিহ মুসলিম : ২৬৭৪

সেসব লোকের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন, যারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে ইবাদত-বন্দেগি নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং মানুষের থেকে দূরে থাকে।[৫]

এই আলোচনা থেকে আবার এমনটা বোঝা ঠিক নয় যে, সকল বিস্তৃত উপকারী নেক আমলই ব্যক্তিগত নেক আমলের চেয়ে উত্তম। বরং অনেক আমল যেমন : নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি মূলত ব্যক্তিগত আমল; তবুও এগুলো ইসলামের ভিত্তি ও মান-মর্যাদার পরিমাপক।

তাই উলামায়ে কিরামের একাংশ বলেন, 'সর্বোত্তম ইবাদত হলো, সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক আমলগুলো করা। যে সময় যে আমল করা দরকার এবং যে সময়ের সাথে যে আমল সম্পৃক্ত, সেই আমল করাই সর্বোত্তম ইবাদত।'[৬]

মানব-উপকার নবি-রাসুলদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

অন্যের উপকার করা নবি-রাসুলদের অনুসরণীয় পথ-পদ্ধতি। যারা তাঁদের পথে চলেন, তাঁদের অনুসরণ করেন মানব-উপকার তাদের অন্যতম কর্তব্য। নবি-রাসুলগণ ছিলেন সর্বাধিক পরোপকারী মানুষ। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পথের দিশা দানকারী। অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনয়নকারী। তাঁরা তাওহিদের প্রতি আহ্বান করে, তাওহিদের পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে এ উপকার সাধন করেছেন। তাঁরা মানবজাতিকে সে পথের আহ্বান করে গেছেন, যে পথ অবলম্বন ব্যতীত ইহকাল-পরকালের কোথাও সম্মান ও সফলতার আশা করাই বৃথা।

আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. তাঁদের জাতির কেবল পরকালীন উপকারই করেননি। বরং ইহকালীন বিষয়েও তাদের উপকার করেছেন। যেমন ইউসুফ আ. মিশরের তৎকালীন রাজা আজিজে মিশরের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনি সে দায়িত্বে থেকে দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

---

৫. সহিহুল বুখারি : ৪৭৭৬, সহিহু মুসলিম : ৫

৬. মাদারিজুস সালিকিন : ১/৮৫-৮৭

'সে (ইউসুফ) বলল, "আমাকে দেশের ধনভান্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।"'[৭]

এ দায়িত্ব নিয়ে তিনি মানুষদের কল্যাণ সাধন করলেন; তাদের উপকার করলেন; তাদের দেশে বিরাজমান কয়েক বছরের দুঃখ, অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ থেকে তাদের মুক্ত করলেন।

এমনিভাবে মুসা আ. যখন মাদায়িন শহরে কূপের কাছে গেলেন, দেখলেন লোকেরা তাদের গৃহপালিত জন্তুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে। কিন্তু দুজন দুর্বল নারীকে দেখতে পেলেন এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কূপ থেকে পাথর সরিয়ে তাদের জন্য এবং তাদের বকরিগুলোর জন্য পানি পান করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আর প্রিয় নবি ﷺ-এর গুণকীর্তন বর্ণনায় খাদিজা ؓ বলতেন :

كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ،

'কখনো না। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ কখনোই আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অক্ষম ব্যক্তির বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের জন্য উপার্জনের ব্যবস্থা করেন, অতিথিকে আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।'[৮]

সাহাবায়ে কিরাম ও সালিহিন এ পথেরই পথিক ছিলেন

- আবু বকর ؓ। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। অসহায়দের সহায়তা করতেন। তাই তাঁর স্বজাতি যখন তাঁকে মাতৃভূমি থেকে বের করে দিতে চাইল, তখন মুশরিক ইবনুদ দাগিনাহ বলেছিল :

---

৭. সুরা ইউসুফ : ৫৫
৮. সহিহুল বুখারি : ৩

'তোমার মতো মানুষ বের হয়ে যাওয়া সমীচীন নয়! তোমার মতো মানুষকে বের করে দেওয়া যায় না। তুমি তো নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করো। আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখো। অতিথিদের আপ্যায়ন করো। বিপদের সময় লোকজনকে সাহায্য করো।'[৯]

- উমর ﷺ বিধবাদের দেখাশুনা করতেন। রাতের বেলায়ও তাদের সেবা-যত্ন করতেন। পানি পান করাতেন।

- আলি বিন হুসাইন ﷺ রাতের আঁধারে মিসকিনদের বাড়ি বাড়ি রুটি নিয়ে যেতেন। তিনি যখন মারা গেলেন, তখন সে সকল মিসকিনের আহার্য আসা বন্ধ হয়ে গেল। ইবনে ইসহাক ﷺ বলেন, 'মদিনায় এমন কিছু মানুষ বাস করত, যারা নিজেরা জানত না যে, কোথা থেকে তাদের রিজিকের ব্যবস্থা হচ্ছে। যখন আলি বিন হুসাইন ﷺ ইনতিকাল করলেন, তখন তাদের নিকট আহার্য আসা বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা বুঝতে পারলেন।'[১০]

এই গর্বিত উম্মাহর সালাফে সালিহিন এমনই মহান ছিলেন। তাঁরা যখন সৃষ্টির সেবার কোনো না কোনো সুযোগ পেতেন, তখন যারপরনাই আনন্দিত হতেন। সেই দিনকে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ দিন মনে করতেন।

- সুফইয়ান সাওরি ﷺ বাড়িতে কোনো ভিক্ষুককে আসতে দেখলে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। বলতেন, 'সুস্বাগতম তোমায়, যে আমার পাপগুলো মুছে দিতে এসেছ।'

- ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলতেন, 'যাদের আমরা সাহায্য করি, তারা আখিরাতে আমাদের পাথেয়গুলো নিয়ে আসবেন। কিয়ামতের দিন আমাদের আমলনামা বহন করে মিজানে নিয়ে রাখবেন।'

---

৯. সহিহুল বুখারি : ২১৮৫
১০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৪/৩৯৩

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিস্তৃত উপকারী আমলের মহান প্রতিদান

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالْعَصْرِ- إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

'কসম যুগের। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, উপদেশ দেয় সবরের।'[১১]

শাইখ সাদি ﵀ বলেন :

'আল্লাহ তাআলা সময়ের তথা রাত ও দিনের শপথ করেছেন। আর এটিই মানুষের আমল ও ইবাদতের সময়। আল্লাহ তাআলা এই সময়ের কসম করে বলেন যে, সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, তবে যারা চারটি গুণে গুণান্বিত হবে তারা ব্যতীত।

১. আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয়ের প্রতি ইমান আনতে বলেছেন, সেগুলোর প্রতি ইমান আনা।

২. নেক আমল করা। এর দ্বারা সকল প্রকার নেক আমলই উদ্দেশ্য— প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করা, মুসতাহাব-নফল, সুন্নাত আদায় করাসহ সকল নেক আমল এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. সত্যের উপদেশ দেওয়া। যা ইমান ও নেক আমলেরই অংশ। অর্থাৎ মুমিনরা পরস্পরকে এসব ভালো কাজের জন্য উপদেশ দেবে, উৎসাহ দেবে এবং আগ্রহ-উদ্দীপনা জোগাবে।

---

১১. সুরা আল-আসর : ১-৩

৪. আল্লাহর আনুগত্যের ওপর, তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদিরের কষ্টকর সিদ্ধান্তগুলোর ওপর ধৈর্যধারণ করার উপদশ দেওয়া।

উপরোক্ত চারটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম দুটির মাধ্যমে মানুষ তার নিজেকে পরিপূর্ণ করবে। আর পরবর্তী দুটি বিষয়ের মাধ্যমে অন্যকে পরিপূর্ণ করতে পারবে। আর এই চারটি বিষয় যদি কারও পূর্ণ হয়, তবেই সে মানুষটি ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবে এবং মহাপুরস্কার পেয়ে সফল হবে।'[১২]

অতএব এ কথা সুস্পষ্ট—অন্যের উপকারের চেষ্টা করা এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ ও নির্দেশনা দেওয়া মারাত্মক সে ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায়।
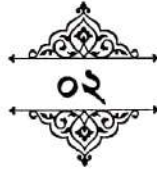
রাসুল ﷺ বলেন, 'সর্বোত্তম মানুষ হলো যে মানুষের সর্বাধিক উপকার করে। জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল-আনসারি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

'মুমিন ব্যক্তি অন্যকে ভালোবাসে এবং সে অন্যের ভালোবাসা পায়। যে অন্যকে ভালোবাসে না এবং সে অন্যের ভালোবাসা পায় না, তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। যে মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারকারী, সে সর্বোত্তম মানুষ।'[১৩]

ইমাম মুনাবি رحمه الله বলেন :

'যে মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারকারী, সে সর্বোত্তম মানুষ'—দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের প্রতি স্বীয় ধন-সম্পদ দান করে যে মানুষের উপকারে আসে;

---

১২. তাইসিরু কারিমির রহমান : ৯৩৪

১৩. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৫৭৮৭

কেননা, তারা আল্লাহর বান্দা। যে ব্যক্তি মানুষের উপকার করে, সে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহ তাআলা সম্পদশালী করেছেন, কাউকে করেননি। তাই যাদের তিনি সম্পদশালী করেছেন, তারা অন্যদের স্বীয় সম্পদ দ্বারা উপকার করবে। মানুষের বিপদ দূর করবে। এ বিপদ-দূরীকরণ দুনিয়াবি হতে পারে, আবার দ্বীনিও হতে পারে। তবে দ্বীনি উপকারই অধিকতর প্রতিদানযোগ্য ও চিরস্থায়ী।'[১৪]

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন :

'বিবেক-বুদ্ধি মানুষের সৃষ্টিগত ফিতরাত। বিভিন্ন বৈপরীত্য ও নানা মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও সকল উম্মতের লব্ধ অভিজ্ঞতা হলো, আল্লাহর নৈকট্য লাভ, সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সদাচরণ করা সকল প্রকার কল্যাণ লাভের অন্যতম মাধ্যম। আর এর বিপরীত করা সকল মন্দ আনয়নকারী। তাই আল্লাহর কথা মেনে চলা ও সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ করা আল্লাহর নিয়ামত আনয়ন করে এবং সকল বিপদাপদ প্রতিহত করে।'[১৫]
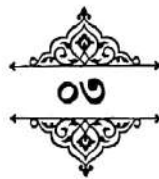
ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ- شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَتَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلأَ اللهُ قَلْبَهُ أَمْناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ، أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُولُ فِيْهِ الأَقْدَامُ

---

১৪. ফাইজুল কাদির : ৩/৪৮১

১৫. আল-জাওয়াবুল কাফি : ৯

'যে মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারকারী, সে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো এমন আমল, যার মাধ্যমে তুমি কোনো মুসলমানের অন্তরে খুশি প্রবেশ করাবে বা তার কোনো বিপদ দূর করবে, অথবা তার কোনো ঋণ পরিশোধ করে দেবে, কিংবা কারও ক্ষুধা নিবারণ করবে। আর আমার কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সাথে যাওয়া আমার কাছে এই মসজিদে (নববি) একমাস ইতিকাফের চেয়ে অধিক প্রিয়। যে তার রাগ দমন করে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। যদি কেউ নিজের রাগের প্রতিফলন ঘটাতে চাইত, তবে সে পারত, এমন যে ব্যক্তি তার রাগ প্রশমিত করে—আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে কিয়ামতের দিন নিশ্চিন্ততায় ভরে দেবেন। যে তার কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সাথে গিয়ে সে প্রয়োজন পূরণ করে দেয়, কিয়ামতের দিন—যেদিন অনেকের পা স্খলিত হবে—আল্লাহ তাআলা তার পদযুগল পুলসিরাতের ওপর অটল করে দেবেন।'[১৬]

রাসুল ﷺ-এর বাণী, 'আর আমার কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সাথে যাওয়া আমার কাছে এই মসজিদে (নববি) একমাস ইতিকাফের চেয়ে অধিক প্রিয়।' অর্থাৎ ইতিকাফের উপকারিতাটা শুধু ব্যক্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ। আর কারও প্রয়োজনে তার সাথে যাওয়ার উপকারিতা উভয়ের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। পরিসরটা বৃদ্ধি পায়। তাই এটাই অধিক উত্তম।

শাইখ ইবনে উসাইমিন ﵀-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কোনো মুসলিমের প্রয়োজন পূরণার্থে ইতিকাফকারীর জন্য মোবাইলে যোগাযোগ করা জায়িজ হবে কি না?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, জায়িজ হবে। যদি মোবাইলটা ইতিকাফরত মসজিদে থাকে। কারণ, মসজিদ থেকে তো বের হওয়া যাবে না। আর যদি মোবাইল মসজিদের বাইরে থাকে, তাহলে তার জন্য বের হওয়া যাবে না। আর যদি মুসলমানদের উপকারের বিষয়টি একমাত্র তার হাতেই ন্যস্ত থাকে, তাহলে সে ইতিকাফে বসবে না। কেননা, ইতিকাফের চেয়ে মুসলিমদের

১৬. কাজাউল হাওয়াইজ, ইবনু আবিদ দুনইয়া : ৩৬

উপকারের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি বিস্তৃত উপকারী আমল। আর তা সীমাবদ্ধ উপকারী আমল থেকে উত্তম। তবে সীমাবদ্ধ উপকারী অনেক আমলও ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও ওয়াজিব আমল।'[১৭]

০৪
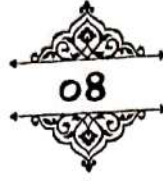
জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

لَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ، وَلَا طَيْرٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'মুসলিম যে বৃক্ষরোপণ করে, আর তা থেকে কোনো মানুষ, কোনো জন্তু এবং কোনো পাখি যা কিছু ভক্ষণ করে, তা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার জন্য সদাকা হয়ে যায়।'[১৮]

তাঁর অন্য বর্ণনায় আছে :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

'যেকোনো মুসলিম যদি কোনো গাছ রোপণ করে আর তা থেকে যতটুকুই খাওয়া হয়, তা তার জন্য সদাকা হয়। তা থেকে যতটুকু চুরি হয়, তা তার জন্য সদাকা হয়। তা থেকে যতটুকু হিংস্র জন্তু খায়, তা তার জন্য সদাকা হয়। যতটুকু পাখি খায়, তা তার জন্য সদাকা হয়। যে কেউ তার থেকে কিছু গ্রহণ করে, সেটাও তার জন্য সদাকা হয়ে যায়।'[১৯]

---

১৭. মাজমুউ ফাতওয়া ইবনি উসাইমিন : ২০/১২৬

১৮. সহিহু মুসলিম : ১৫৫২

১৯. সহিহু মুসলিম : ১৫৫২

আবু দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত :

তখন তিনি দামেস্কে একটি গাছ রোপণ করছিলেন। এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। সেই লোকটি আবু দারদা ﷺ-কে বললেন, 'আপনি এই কাজ করছেন? অথচ আপনি আল্লাহর রাসুলের সম্মানিত সাহাবি!' তখন তিনি লোকটিকে বললেন, 'আমার কাজে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কেননা, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ غَرَسَ غَرْسًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِيٌّ، وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً

"যদি কেউ কোনো বৃক্ষরোপণ করে আর তা থেকে কোনো মানুষ অথবা আল্লাহর কোনো সৃষ্টিজীবই ভক্ষণ করে, এর বিনিময়ে তার (আমলনামায়) একটি সদাকা যুক্ত হবে।"'[২০]

ইমাম নববি ﷺ বলেন :

'এসব হাদিসের মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও চাষ করার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। আর যতদিন সেই বৃক্ষ থাকবে, ততদিন তার রোপণকারী সাওয়াব পেতে থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত এর থেকে যত বীজ উৎপন্ন হতে থাকবে, ওই ব্যক্তি তত সাওয়াব পেতে থাকবে। উল্লেখিত হাদিসে আরও বোঝা যায় যে, কারও সম্পদ থেকে যদি চুরি হয়, পশু-পাখি বা জন্তু-জানোয়ার যদি সম্পদ নষ্ট করে, তাহলেও এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে সাওয়াব দান করেন। আর রাসুল ﷺ-এর বাণীর একাংশ وَلَا يَرْزَؤُهُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে গাছটির ফল-ফসল থেকে কমিয়ে তা থেকে কেউ গ্রহণ করে।'[২১]

এ জন্য অনেক উলামায়ে কিরাম ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি কাজের চেয়েও বৃক্ষরোপণের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন (তাদের এ মতকে নববি ﷺ সহিহ বলেছেন)। কেননা, এতে অন্যগুলোর তুলনায় উপকার বেশি। এ উপকারের পরিসর মানুষ, পশু-পাখি, পোকামাকড়, জীব-জন্তু সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে।[২২]

২০. মুসনাদু আহমাদ : ২৭৫০৬
২১. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ৫/৩৯৬
২২. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ৫/৩৯৬

০৫
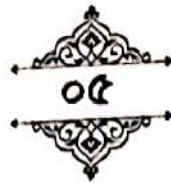
মানুষের জন্য কৃত যেকোনো ভালো কাজই সদাকা।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

'প্রত্যেক ভালো কাজই সদাকা।'[২৩]

আবু জার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ أَتَصَدَّقُ وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالٌ؟ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ التَّكْبِيرَ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَالْعَظْمَ وَالْحَجَرَ، وَتَهْدِي الْأَعْمَى، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ، وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، وَلَكَ فِي جِمَاعِكَ زَوْجَتَكَ أَجْرٌ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كَيْفَ يَكُونُ لِي أَجْرٌ فِي شَهْوَتِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَأَدْرَكَ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ فَمَاتَ، أَكُنْتَ تَحْتَسِبُ بِهِ؟. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْتَ خَلَقْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللهُ خَلَقَهُ. قَالَ: فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللهُ هَدَاهُ. قَالَ: فَأَنْتَ تَرْزُقُهُ؟ قَالَ: بَلِ اللهُ كَانَ يَرْزُقُهُ. قَالَ: كَذَلِكَ فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَحْيَاهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ، وَلَكَ أَجْرٌ

২৩. সহিহুল বুখারি : ৬০২১, সহিহ মুসলিম : ১০০৫

'সূর্য উদিত হয় এমন প্রত্যেকটি দিনেই প্রত্যেকের ওপর নিজের পক্ষ থেকে সদাকা করা ওয়াজিব হয়ে থাকে। আবু জার ﷺ বলেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের তো কোনো সম্পদ নেই, তাহলে আমি কীসের থেকে সদাকা করব?" তখন রাসুল ﷺ বললেন, "আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ ইত্যাদি তাসবিহও সদাকার অন্তর্ভুক্ত। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেওয়া, রাস্তা থেকে কাঁটা, হাড়, পাথর ইত্যাদি সরিয়ে দেওয়া, অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়া, বধির ও বোবাকে বুঝিয়ে দেওয়া, কেউ যদি তার নির্দিষ্ট ঠিকানা না চিনে আর তুমি যদি তা চিনে থাকো—তাহলে তাকে তা দেখিয়ে দেওয়া, তোমার পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা সহকারে সাহায্যপ্রার্থী দুঃখী ব্যক্তিকে সাহায্য করা, পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে দুর্বলকে সহায়তা করা—এসব কিছুই তোমার নিজের জন্য সদাকার সমতুল্য। স্ত্রীর সাথে সহবাসের ফলেও তোমার জন্য প্রতিদান রয়েছে।" আবু জার ﷺ বললেন, "আমার কামনা-বাসনার ক্ষেত্রে আবার কীভাবে প্রতিদান পাব আমি!" তখন রাসুল ﷺ বললেন, "যদি তোমার কোনো সন্তান থাকে আর সে প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তুমি তার কল্যাণ কামনা করো। কিন্তু সে যদি মারা যায়, তাহলে কি তুমি তার বিনিময়ে সাওয়াবের আশা করো?" আমি উত্তরে বললাম, "হ্যাঁ, আশা করি।" তিনি বললেন, "তুমি কি তাকে সৃষ্টি করেছ?" আবু জার ﷺ বললেন, "না, বরং আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন।" তিনি বললেন, "তাকে সঠিক পথের দিশা তুমি দিয়েছ?" আবু জার ﷺ বললেন, "না, বরং আল্লাহ দিয়েছেন।" তিনি বললেন, "তাকে তুমি রিজিক দিয়েছ?" আবু জার ﷺ বললেন, "না, বরং আল্লাহ তাকে রিজিক দিয়েছেন।" অতঃপর তিনি বললেন, "এখন যদি তুমি তাকে হালাল পন্থায় পরিচালিত করো ও হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখো, তারপর সে বাঁচুক বা মারা যাক—এর বিনিময়ে তুমি প্রতিদান পাবেই।"'[২৪]

২৪. মুসনাদু আহমাদ : ২১৪৮৪, সহিহু ইবনি হিব্বান : ৩৩৭৭

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُه عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.

'মানুষের প্রতিটি জোড়ার ওপর সদাকা ওয়াজিব হয়। সূর্য ওঠে এমন প্রতিটি দিনে দুজনের মাঝে ন্যায়বিচার করে দেওয়া সদাকা। কাউকে সাহায্য করে বাহনে আরোহণ করিয়ে দেওয়া বা তার ওপর তার মালামাল তুলে দেওয়াও সদাকা। উত্তম কথা সদাকা। নামাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিটি কদমে রয়েছে সদাকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো সদাকা।'[২৫]
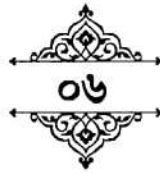
জান্নাতে প্রবেশ করা এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হয়—এমন উপকারী প্রচেষ্টা।

আবু জার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ

২৫. সহিহুল বুখারি : ২৯৮৯

'আমি নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "কোন আমল অধিক উত্তম?" তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি ইমান আনা ও তাঁর পথে জিহাদ করা।" আমি বললাম, "কোন ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম?" তিনি বললেন, "যার মূল্য অধিক এবং যা তার মনিবের কাছে অধিক আকর্ষণীয়।" আমি বললাম, "এ যদি আমি করতে না পারি?" তিনি বললেন, "তাহলে কাজের লোককে (তার কাজে) সহায়তা করবে অথবা নির্বোধের জন্য জন্য কাজ করবে।" আমি বললাম, "যদি আমি তাও না করতে পারি?" তিনি বললেন, "তাহলে মানুষকে মন্দ থেকে দূরে রাখবে। কেননা, এটি তোমার নিজের জন্য তোমার পক্ষ থেকে সদাকা।"'[২৬]

আবু জার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا يُنَجِّي الْعَبْدَ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللهِ، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مَعَ الْإِيمَانِ عَمَلٌ، قَالَ: يَرْضَخُ مِمَّا رَزَقَهُ اللهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فَقِيرًا، لَا يَجِدُ مَا يَرْضَخُ بِهِ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَيِيًّا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: يَصْنَعُ لِأَخْرَقَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَخْرَقَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ شَيْئًا؟ قَالَ: يُعِينُ مَغْلُوبًا، قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ضَعِيفًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِينَ مَظْلُومًا؟ فَقَالَ: مَا تُرِيدُ أَنْ تَتْرُكَ فِي صَاحِبِكَ، مِنْ خَيْرٍ تُمْسِكُ الْأَذَى، عَنِ النَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَفْعَلُ خَصْلَةً مِنْ هَؤُلَاءِ، إِلَّا أَخَذَتْ بِيَدِهِ حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ

---

২৬. সহিহুল বুখারি : ২৫১৮

'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, কোন জিনিস বান্দাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে?"

তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি ইমান।"

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, ইমানের সাথে আর কোনো আমল আছে?"

তিনি বললেন, "তাকে আল্লাহ যে রিজিক দান করেছেন, তা থেকে দান করা।"

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, যদি কেউ দরিদ্র হয়ে থাকে এবং দান করার কিছুই না থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে?"

তিনি বললেন, "সে ভালো কাজের আদেশ করবে। খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে।"

আমি বললাম, "যদি সে এ কাজে অক্ষম হয়? সে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে না পারে, তবে?"

তিনি বললেন, "সে কোনো নির্বোধের জন্য কাজ করবে।"

আমি বললাম, "যদি সে এমন নির্বোধ হয় যে, কিছুই করতে পারে না?"

তিনি বললেন, "কোনো মাজলুমকে সাহায্য করবে।"

আমি বললাম, "যদি সে দুর্বল হয়, মাজলুমকে সাহায্য করতে না পারে?"

তিনি বলেন, "তুমি তোমার সাথির জন্য কোনো কল্যাণই বাকি রাখতে চাও না। তুমি মানুষের কষ্ট দূর করে দেবে।"

আমি বললাম, "এগুলো করলে সে জান্নাতে যাবে?"

তিনি বললেন, "যদি কোনো মুসলিম এই কাজগুলোর একটিও করে, তাহলে আমি তার হাত ধরে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।"'[২৭]

---

২৭. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ১৬৫০

উমর ﷺ হতে বর্ণিত যে—

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ كَسَوْتَ عُرْيَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন আমল অধিক উত্তম?" তিনি বললেন, "কোনো মুমিনের অন্তরে তুমি আনন্দ প্রবেশ করালে, তুমি কোনো মুমিনকে ক্ষুধায় আহার দিয়ে পরিতৃপ্ত করলে, অথবা বস্ত্রহীনকে বস্ত্র পরালে কিংবা তার কোনো প্রয়োজন পূরণ করলে—এমন আমল অধিক উত্তম।"'[২৮]

রাসুল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন—যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের যেকোনোভাবে উপকার করতে পারে, সে যেন উপকার করে। তিনি বলেন :

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

'তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের কোনো উপকার করতে সক্ষম হয়, সে যেন তা করে।'[২৯]

উপকারের অসংখ্য ধরন আছে। যখনই কোনো কাজ অধিক উপকারী হয়, সে কাজ আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম বিবেচিত হয়। তাই মুমিন ব্যক্তিকে অবশ্যই এ ধরনের কাজের প্রতি আগ্রহী ও উৎসাহী হতে হবে—যার উপকার অধিক, যার উপকার বিস্তৃত-সুপরিসর।

---

২৮. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৫০৮১
২৯. সহিহ মুসলিম : ২১৯৯

বিস্তৃত উপকারী আমলের কিছু দৃষ্টান্ত

আল্লাহর পথে আহ্বান

আল্লাহর দিকে আহ্বান করা অন্যের জন্য উপকারী নেক আমলগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান আমল। বরং বিস্তৃত উপকারী আমলগুলোর মধ্যে অন্য কোনো আমলই দাওয়াহ ইলাল্লাহর আমলের সমতুল্য নয়। মানুষকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করার চিন্তা ও চেষ্টার সমতুল্য অন্যের জন্য উপকারী আমল আর দ্বিতীয়টি নেই। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা এই মহান কাজটি করার সৌভাগ্য মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীদের দান করেছেন। আর তাঁরা হলেন নবি-রাসুলগণ ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসারীগণ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে—আমি মুসলিমদের একজন, সে ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় আর কে উত্তম?'[৩০]

ইবনে কাসির ﷺ বলেন, [যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সে ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় আর কে উত্তম?] তথা যারা আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করে থাকে। [আর সৎকর্ম করে এবং বলে—আমি মুসলিমদের একজন] তথা সে যা বলে, সে ব্যাপারে সে নিজে হিদায়াতপ্রাপ্ত। এ কথায় সে নিজের উপকার করে এবং অন্যদেরও উপকার করে। সে এমন ব্যক্তি নয়, যে ব্যক্তি নিজে ভালো কাজের কথা বলে, কিন্তু নিজে ভালো আমল করে না; কিংবা সে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে, কিন্তু নিজেই তা থেকে বিরত থাকে না। বরং এমন ব্যক্তি নিজে ভালো কাজ করে, মন্দকে পরিত্যাগ করে, সৃষ্টিজীবকে তাদের স্রষ্টার প্রতি আহ্বান করে। প্রত্যেক দায়ির এটিই সাধারণ অবস্থা, তারা নিজেরা সুপথপ্রাপ্ত।'[৩১]

---

৩০. সুরা ফুসসিলাত : ৩৩
৩১. তাফসিরু ইবনি কাসির :৭/১৭৯

প্রকৃত দায়ি কখনো এমনটা মেনে নিতে পারেন না যে, তাদের সামনে আল্লাহর কোনো বান্দা পাপের সাগরে ডুবে যাবে আর তারা ডুবন্তকে উদ্ধার করবেন না। তারা মনুষ্যত্বহীন নন, তাই কোনো বিবেকহীন মানুষকে দিশেহারা অবস্থায় তারা ছেড়ে রাখেন না। দিশেহারা মানুষদের তারা সঠিক পথ দেখান। তারা স্বীয় ইলমকে কবরস্থ করে রাখেন না। ইলমকে শুধু নিজেদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেন না। তারা আনন্দ-আহ্লাদের আচ্ছাদনকে ছুঁড়ে ফেলে দেন, আত্মার গভীর থেকে অলসতার ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলে দেন, জীবনের দীর্ঘ পরিসরে ইলমের নুর নিয়ে তারা মানুষের অন্তঃকরণ প্রজ্বলিত করেন। তারা অজ্ঞ লোকদের শিক্ষা দেন। গাফিলদের সতর্ক করেন। আল্লাহর রহমত ও তাওফিকে তারা পথভ্রষ্টদের পথের দিশা দেন।

মানুষের জন্য করা যায়—এমন সর্বোত্তম উপকার হলো, আঁধার থেকে তাদের আলোর পথে নিয়ে আসা। কুফর, বিদআত, অজ্ঞতা থেকে তাদের তাওহিদ, সুন্নাহ ও জ্ঞানের পথে নিয়ে আসা। এটাই প্রকৃত উপকার। এটাই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার। আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে; সে কি তার মতো, যে অন্ধকারে রয়েছে, সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এমনিভাবে কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে।'[৩২]

মানুষকে উপকারী ইলম শিক্ষা দেওয়া

বিস্তৃত উপকার পৌঁছে দেওয়ার বড় একটি মাধ্যম হলো, মানুষকে কল্যাণকর ইলম শেখানো। হালাল-হারাম সম্পর্কে তাদের অবহিত করা। এ মাধ্যমটির

৩২. সুরা আল-আনআম : ১২২

গুরুত্বের কারণে কুরআন-সুন্নাহতে এর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। মুআজ বিন আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ

'যে কাউকে ইলম শেখাবে, তার জন্য আমলকারীর সমান প্রতিদান লিপিবদ্ধ হবে। এতে করে আমলকারীর প্রতিদানে হ্রাস হবে না।'[৩৩]

উসমান ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।'[৩৪]

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনে হাজার ﵀ উল্লেখ করেন :

'যার মধ্যে কুরআন মাজিদ শেখা ও শেখানো দুটি একত্রিত হবে, সে অবশ্যই নিজের জন্য ও অন্যের জন্য একজন পরিপূর্ণ আদর্শ। সে নিজের মাঝে সীমাবদ্ধ উপকার ও বিস্তৃত উপকার উভয়টিকে একত্র করেছে। এ ধরনের ইলম অধিক উত্তম। এমন ব্যক্তি তাদের একজন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা গুরুত্বারোপ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ('যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে—আমি মুসলিমদের একজন, সে ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় আর কে উত্তম?'[৩৫]) এ আয়াতে দাওয়াহর কথা বলা হয়েছে। দাওয়াহ ইলাল্লাহর অনেক মাধ্যম রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম মাধ্যম হলো কুরআন শিক্ষা দেওয়া।'[৩৬]

---

৩৩. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৪০
৩৪. সহিহুল বুখারি : ৫০২৭
৩৫. সুরা ফুসসিলাত : ৩৩
৩৬. ফাতহুল বারি : ৯/৭৬

আবু মুসা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

'আল্লাহ তাআলা আমাকে যেই ইলম ও হিদায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত হলো, জমিনে প্রবলধারায় বর্ষিত হয় এমন বৃষ্টির ন্যায়। কিছু জমিন উর্বর হয়, সে জমিন পানি গ্রহণ করে; ফলে তাতে অনেক ঘাস, তৃণলতা জন্মায়। কিছু ভূমি শক্ত হয়—এমন ভূমি পানিকে আটকে রাখে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তা দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। সকলে তা থেকে পান করে, গৃহপালিত পশুকে পান করায় এবং তা দিয়ে জমিনে চাষাবাদ করে। প্রবল ধারার এ বৃষ্টি এক গোত্রকে সিক্ত করল, যাদের ভূমি সমতল; ফলে তা পানিকে আঁকড়ে রাখতে পারে না এবং কোনো ফসল উৎপাদন করতে পারে না। প্রথম দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির, যাকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তা দিয়ে সে উপকৃত হয়েছে। অতঃপর সে তা জানার পর অন্যকে জানিয়েছে। শেষ দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির, যে এই বিষয়ে মাথা ঘামায় না এবং আল্লাহর সে হিদায়াতকে গ্রহণ করে না—যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।'[৩৭]

আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রাণিকে জগৎবাসীর জন্য ইসতিগফার করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। আবু উমামা আল-বাহিলি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

---

৩৭. সহিহুল বুখারি : ৭৯

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ

'নিশ্চয় আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, আসমান-জমিনের সকল প্রাণী, এমনকি গর্তের পিপীলিকা এবং পানির মাছও সে ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যে মানুষকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দেয়।'[৩৮]

আবু দারদা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ العِلْمِ، وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ، كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে পথ চলে। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে তাকে জান্নাতের পথে চালান। আর ইলম অন্বেষীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেশতাগণ তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন। আলিমের জন্য আসমান-জমিনের সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মাছও। আর আবিদের ওপর আলিমের মর্যাদা হলো তারকারাজির ওপর চাঁদের মর্যাদার ন্যায়। আলিমগণ নবিদের উত্তরাধিকারী। আর নবিগণ মিরাস বা উত্তরাধিকার হিসেবে কোনো দিনার বা দিরহাম রেখে যাননি। বরং মিরাস হিসেবে রেখে গেছেন ইলম। তাই যে তা গ্রহণ করল, সে পরিপূর্ণ অংশই গ্রহণ করল।'[৩৯]

---

৩৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৮৫
৩৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৮২

জীব-জন্তু কেন আলিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে?

প্রথমত, একজন আলিম মানুষকে আল্লাহর শরিয়ত শিক্ষা দেন। তাই আল্লাহ তাকে এ সম্মানে ভূষিত করেছেন।

দ্বিতীয়ত, একজন আলিমের উপকারিতা সুপরিসর ও ব্যাপক। তাঁর দ্বারা সাধিত উপকার কেবল তার মধ্যে বা মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং সে উপকার প্রাণিকুলকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ একজন আলিম প্রাণিকুলের প্রতি ইহসানের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি আমাদেরকে সে হাদিস শিক্ষা দিয়ে থাকেন, যেখানে রাসুল ﷺ বলেন :

فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ

'যখন তোমরা প্রাণী হত্যা করো, তখন সুন্দর করে করো। যখন তোমরা জবাই করো, তখন তা সুন্দরভাবে করো।'[৪০]

তা ছাড়া এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধিবিধান সম্পর্কে আলিমগণ মানুষকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাই আল্লাহ তাআলা প্রাণিদের অন্তরে আলিমদের এ সদাচরণ ও সহানুভূতির প্রতিদানস্বরূপ আলিমদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা শিখিয়ে দিয়েছেন।

অন্যদিকে রাসুল ﷺ বলেন :

وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

'আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব আবিদের ওপর এমন, যেমন চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব তারকারাজির ওপর।'[৪১]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় কাজি রহ. বলেন :

'রাসুল ﷺ আলিমকে চাঁদের সাথে এবং আবিদকে তারকারাজির সাথে তুলনা দিয়েছেন। কারণ, আবিদের ইবাদতের পরিপূর্ণতা এবং তার আলোকচ্ছটা

৪০. সহিহ মুসলিম : ১৯৫৫
৪১. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৮২

শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর আলিমের ইলমের উজ্জ্বলতা শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং আলিমের ইলমের আলোতে জগৎবাসী আলোকিত হয়।'[৪২]

ইবাদতে মগ্ন হওয়া উত্তম না ইলম পঠন-পাঠনে লিপ্ত হওয়া উত্তম?

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি ﷺ বলেন :

'এ ক্ষেত্রে ন্যায়ভিত্তিক কথা হচ্ছে—শরিয়তের বিধিবিধান পালনে বাধ্য প্রতিটি মুসলিম ফরজে আইন আমলগুলো পালন করবে। এরপর অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রে তাদের দুটি ভাগ হবে। প্রথমত, যারা মেধাবী ও রচনার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্য বোধ করবেন, তাদের কর্তব্য হবে ইলম থেকে মুখ না ফিরিয়ে ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং সাধ্যমতো নফল ইবাদতে লিপ্ত হওয়া উত্তম। কেননা, এটাতেই বিস্তৃত ও সুপরিসরের উপকারিতা বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, যারা নিজেদের মাঝে মেধাশক্তি ও রচনাশক্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি ও দুর্বলতা অনুভব করবেন, তাদের জন্য ইবাদতে লিপ্ত থাকা অধিক উত্তম হবে। তাদের জন্য ইলম ও ইবাদত উভয়টিকে একত্র করা কঠিন। প্রথম শ্রেণির মুসলিমদের ইলমবিমুখতার কারণে কিছু হুকুম-আহকাম ধ্বংসের মুখে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই ইলমের প্রতি তাদের অধিক ব্যস্ততা রেখে পাশাপাশি ইবাদতে লিপ্ত হতে হবে। অন্যদিকে দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলিমগণ যদি ইলমে লিপ্ত হয়ে ইবাদতে ক্রটি করেন, তবে তার দুদিকই হারাবে। কারণ, প্রথমটি তো তারা পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারবেন না, আর তাদের বিমুখতার কারণে তাদের দ্বিতীয়টিও ছুটে যাবে। আর সকল বিষয়ে আল্লাহ-ই হলেন তাওফিকদাতা।'[৪৩]

ইমাম নববি ﷺ বলেন :

'ইতিকাফকারী ব্যক্তির জন্য মসজিদে বসে কুরআন পড়া ও পড়ানো, ইলম শেখা ও শেখানো উভয়টিই জায়িজ আছে। ইতিকাফ অবস্থায় এ ধরনের কাজে কোনো বাধা নেই। ইমাম শাফিয়ি ﷺ ও আমাদের অনেক উলামায়ে কিরাম বলেন, "বরং ইলম অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া নফল নামাজে লিপ্ত

৪২. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৬/৪৮১
৪৩. ফাতহুল বারি : ১৩/২৬৭

হওয়ার চেয়েও উত্তম। কারণ, (দ্বীনের সকল বিষয়ে) ইলম অন্বেষণ করা ফরজে কিফায়া। আর ফরজে কিফায়া অবশ্যই নফলের চেয়ে উত্তম। তা ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হওয়াসহ অন্যান্য ইবাদত শুদ্ধ হওয়ার মাধ্যম হলো ইলম। এর উপকারিতা বিস্তৃত ও সুপরিসর। নফল নামাজে ব্যস্ত থাকার চেয়েও ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত থাকা অধিক উত্তম হওয়ার বিষয়টি রাসুল ﷺ-এর অনেক হাদিসে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে।"'

শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ ﷬ মাঝে মাঝে নফল রোজা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি বলেন, 'কারণ এতে মানুষের উপকার করতে গিয়ে দুর্বল হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচা যায়।'

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

> قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: لَا تَسْتَطِيعُونَهُ، قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا تَسْتَطِيعُونَهُ، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى أَهْلِهِ

> 'নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন আমলটি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সমতুল্য?" তিনি বললেন, "তোমরা সেই আমল করতে পারবে না।" বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবায়ে কিরাম রাসুল ﷺ-কে এ কথা দুই বা তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। তিনি প্রতিবারই বললেন, "তোমরা তা করতে পারবে না।" তৃতীয় বার রাসুল ﷺ বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত মুজাহিদের দৃষ্টান্ত ঠিক সেই রোজাদার ও আল্লাহর আয়াত পাঠ করে নামাজ আদায়কারীর মতো, যে অনবরত-অবিরত রোজা রাখে, নামাজ পড়ে । মুজাহিদ ব্যক্তি বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত সে রোজা ও নামাজ থেকে বিরত হয় না।"'[৪৪]

---

৪৪. সহিহ মুসলিম : ১৮৭৮

আবু সাইদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

'রাসুল ﷺ-কে বলা হলো, "কোন মানুষটি অধিক উত্তম?" রাসুল ﷺ উত্তরে বললেন, "যেই মুমিন তার জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে।" তাঁরা বললেন, "এরপর কে উত্তম?" তিনি বললেন, "এমন মুমিন যে কোনো গিরিপথে থেকে আল্লাহকে ভয় করে এবং মানুষকে তার অনিষ্ট হতে দূরে রাখে।"'[৪৫]

জিহাদ থেকে পিছিয়ে থেকে যাওয়া মুমিনের চেয়ে একজন মুজাহিদ মুমিন অনেক উত্তম। কেননা, মুজাহিদ তার জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে। তার ইবাদতের উপকার সুপরিসর ও ব্যাপক হয়ে থাকে। জিহাদের ফলে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে। জিহাদ কুফর ও কাফিরদের অপদস্থ করে। জিহাদ দ্বীনের নিশানকে সমুন্নত রাখে। জিহাদ মুসলিম ভূখণ্ডকে রক্ষা করে। মুসলিমদের ইজ্জত-আবরুর হিফাজত করে। এ ছাড়াও জিহাদের মাধ্যমে আরও অনেক উপকার সাধিত হয়।

অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এ উম্মতের একটি শ্রেষ্ঠত্ব এটাও যে, এ উম্মাহ অধিক উপকারী ও মানবহিতৈষী। এ উম্মাহ স্বাভাবিকভাবে অনেক উপকারী বিষয়ের মাধ্যমে অন্যদের উপকার করে থাকে। তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করে, তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাতে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ বাতলে দিতে চেষ্টা করে।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।] আয়াতের তাফসিরে আবু হুরাইরা ﷺ বলেন :

৪৫. সহিহুল বুখারি : ২৭৮৬, সহিহ মুসলিম : ১৮৮৮

خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ، حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلَام

'মানুষের জন্য মানুষ কল্যাণকর তখনই হয়, যখন তোমরা তাদের (কাফিরদের) ঘাড়ে শিকল লাগিয়ে নিয়ে আসবে। অতঃপর তারা ইসলামে প্রবেশ করবে।'[৪৬]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন :

আবু হুরাইরা ﷺ-এর কথা (خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ) অর্থ হচ্ছে, মানুষের জন্য সর্বোত্তম উপকারী মানুষ। তাদের সর্বোত্তম মানুষ হওয়ার কারণ হলো, তারা লোকদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার মাধ্যম হয়েছেন।[৪৭]

ইবনে হাজার ﷺ ইবনুল জাওজি ﷺ-এর একটি বাণী উল্লেখ করে বলেন :

'লোকদের জোরপূর্বক কারারুদ্ধ ও বন্দী করা হয়েছে। অতঃপর যখন তারা ইসলামের শুদ্ধতা ও সঠিকতার বিষয়টি জানল, তখন তারা নিজ থেকেই ইসলামে প্রবেশ করল এবং জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে গেল।'[৪৮]

আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়া

বিস্তৃত উপকারী আরেকটি আমল হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারি করা। ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِي أَرْضِ خَوْفٍ، لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ

'আমি কি তোমাদের এমন একটি রাতের সংবাদ দেবো না, যে রাত লাইলাতুল কদরের চেয়েও উত্তম? এটি সে রাত, যে রাতে কোনো

৪৬. সহিহুল বুখারি : ৪৫৫৭
৪৭. ফাতহুল বারি : ৮/২২৫
৪৮. ফাতহুল বারি : ৬/১৪৫

প্রহরী এমন ভীতিকর ভূমিতে পাহারা দেয়, যার ব্যাপারে তার আশঙ্কা হয় যে, সে হয়তো তার পরিবারের কাছে আর ফিরে আসবে না।'[৪৯]

ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ

'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "দুটি চোখকে (জাহান্নামের) আগুন স্পর্শ করবে না। যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে। আর যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিয়ে রাত যাপন করেছে।"'[৫০]

এখানে চোখ উল্লেখ করে ব্যক্তিকে বোঝানো উদ্দেশ্য। শরীরের একাংশ উল্লেখ করে পুরো শরীরকে বোঝানো হয়েছে।[৫১]

মুসলিমদের পাহারায় আব্বাদ বিন বিশর ﵁

জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল-আনসারি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

'আমরা রাসুল ﷺ-এর সাথে নজদের উদ্দেশে বের হলাম। পথিমধ্যে আমরা মুশরিকদের একটি বাড়ি ঘেরাও করলাম। আমরা তাদের এক মহিলাকে হত্যা করলাম। অতঃপর রাসুল ﷺ ফেরার পথে চলতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে মহিলাটির স্বামী ফিরে এল। এর আগে তার স্বামী অনুপস্থিত ছিল। আসার পর তাকে তার স্ত্রী নিহত হওয়ার কথা শুনালে সে এই শপথ করল যে, রাসুল ﷺ-এর সাহাবিদের রক্তপাত ঘটানো ছাড়া সে ফিরবে না।' জাবির ﵁ বলেন, 'পথিমধ্যে রাসুল ﷺ একটি উপত্যকায় অবতরণ করলেন এবং বললেন, "এমন কোন দুজন আছে, যারা এই রাতে শত্রু থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য পাহারা দেবে?" জাবির ﵁ বলেন, মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন ও আনসারদের মধ্য থেকে একজন

৪৯. আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন : ২৪২৪; হাকিম ﵀ এটিকে সহিহ বলেছেন এবং জাহাবি ﵀ তাঁর অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন।
৫০. সুনানুত তিরমিজি : ১৬৩৯
৫১. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৫/২২

বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল ﷺ, আমরা আপনাকে পাহারা দেবো।" জাবির ؓ বলেন, এরপর তারা দুজন বাহিনী পেছনে রেখে গিরিপথের সম্মুখভাগে চলে গেলেন। তারপর আনসারি সাহাবি মুহাজির সাহাবিকে বললেন, "রাতের প্রথম ভাগে আমি পাহারা দেবো আর আপনি শেষ ভাগে দেবেন, নাকি আমি শেষ ভাগে দেবো আর আপনি প্রথম ভাগে পাহারা দেবেন?" মুহাজির সাহাবি বললেন, "আপনি প্রথম ভাগে পাহারা দিন, আমি শেষ ভাগে পাহারা দেবো।" এরপর মুহাজির সাহাবি ঘুমিয়ে গেলেন এবং আনসারি সাহাবি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে কুরআনের একটি সুরা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। এমনই সময় সে মহিলার স্বামী চলে আসলো। লোকটি সাহাবিকে দণ্ডায়মান দেখে বুঝতে পারল যে, তিনি মুসলিম বাহিনীর পাহারাদার। সে সাহাবিকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করল। তিরটি সাহাবির শরীরে বিঁধল। সাহাবি একটু না নড়ে তিরটিকে খুলে নিয়ে তার সুরা তিলাওয়াত করতে থাকলেন; সুরা শেষ না করে তিনি থামতে চাইলেন না। সে লোক আরেকটি তির নিক্ষেপ করল, এ তিরও সাহাবির শরীরে বিঁধে গেল। সাহাবি নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায়ই সে তিরটি খুলে রাখলেন—সুরা তিলাওয়াতে ব্যাঘাত ঘটবে, এটি তার কাছে খারাপ লাগায় তিনি একটুও নড়লেন না। এরপর সে লোক আরেকটি তির নিক্ষেপ করল। তিনি সেটাও খুলে রাখলেন এবং রুকু-সিজদা করলেন। অতঃপর তার সঙ্গীকে বললেন, "উঠুন, আপনার পালা এসেছে।" মুহাজির সাহাবি উঠে বসলেন। যখন মহিলার স্বামী তাদের দুজনকে দেখতে পেল, তখন সে এই ভেবে পালিয়ে গেল যে, সে তার সাথিকে সতর্ক করে দিয়েছে। জাবির ؓ বলেন, আনসারি সাহাবিকে রক্তে মাখামাখি অবস্থায় দেখে মুহাজির সাহাবি বললেন, "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। প্রথমবার নিক্ষেপ করার সাথে সাথে আপনি আমাকে ডাকেননি কেন?" তিনি উত্তরে বললেন, "আমি একটি সুরা পাঠ করছিলাম। সুরাটি অসমাপ্ত রেখে দিতে অপছন্দ করলাম। আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদিষ্ট এ পাহারাদারি নষ্ট হওয়ার বিষয়টি না থাকলে আমার প্রাণ শেষ হয়ে গেলেও আমি সুরার তিলাওয়াত পূর্ণ করতাম।""[৫২]

---

৫২. মুসনাদু আহমাদ : ১৪৪৫১, সুনানু আবু দাউদ : ১৯৩

মসজিদ নির্মাণ

বিস্তৃত উপকারী আরেকটি মাধ্যম হলো, মসজিদ নির্মাণ করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

'আল্লাহর মসজিদের আবাদ তো তারাই করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান আনে, নামাজ কায়িম করে, জাকাত আদায় করে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারাই হবে সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।'[৫৩]

উসমান বিন আফফান ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন :

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مَثَلَهُ فِي الْجَنَّةِ

'যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর বানাবেন।'[৫৪]

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

'মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুর পরেও তার যেসব আমল ও পুণ্য তার সাথে যুক্ত থাকে তা হলো, এমন ইলম যা সে শিখিয়েছে এবং প্রচার

---

৫৩. সুরা আত-তাওবা : ১৮

৫৪. সহিহুল বুখারি : ৪৫০, সহিহ মুসলিম : ৫৩৩

করেছে, এমন নেক সন্তান যাকে সে রেখে গেছে, কুরআনের কোনো কপি যা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছে, কোনো মসজিদ যা সে নির্মাণ করেছে, পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্মিত কোনো ঘর যা সে বানিয়েছে, কোনো পানির নহর যা সে খনন করেছে অথবা এমন সদাকা যা সে তার জীবদ্দশায় সুস্থাবস্থায় নিজ সম্পদ থেকে দান করেছে।'[৫৫]

- রাসুল ﷺ মসজিদে নববি নির্মাণকালে সাহাবিদের সহায়তা করেছেন। মসজিদ নির্মাণ বিষয়ে আবু সাইদ খুদরি ؓ থেকে বর্ণিত আছে—

كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ، وَيَقُولُ: وَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الفِتَنِ

'আমরা একটি করে ইট বহন করছিলাম। আর আম্মার দুটি করে ইট বহন করছিলেন। নবিজি ﷺ তাকে দেখে তার শরীর থেকে মাটি ঝেড়ে দিলেন এবং বললেন, "আম্মারের জন্য আফসোস! তাকে বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে। সে তাদের জান্নাতের দিকে আহ্বান করবে আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবে।" বর্ণনাকারী বলেন, আম্মার ؓ বললেন, "আমি আল্লাহর কাছে ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।"'[৫৬]

নাসিহা ও কল্যাণ কামনা

তামিম আদ-দারি ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

---

৫৫. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৪২
৫৬. সহিহুল বুখারি : ৪৪৭

'দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা।' আমরা বললাম, 'কার জন্য?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসুলের, মুসলিমদের ইমাম (শাসক) ও সর্বসাধারণের জন্য।'[৫৭]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন :

'যে হাদিসগুলোকে দ্বীনের চারটি স্তম্ভ বলা হয় এ হাদিসটি তার একটি।'[৫৮]

নববি ﷺ বলেন :

'এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস। এর ওপর ইসলামের অক্ষ স্থাপিত। এই হাদিস সম্পর্কে কতক আলিম বলেন যে, এটি ইসলামের সারমর্মবিষয়ক চারটি হাদিসের একটি। তারা যেমন বলেছিলেন, বিষয়টি এমন নয়। বরং ইসলামের মূল অক্ষ কেবল এ হাদিসটির ওপর স্থাপিত।... আর আল্লাহ-ই ভালো জানেন।'[৫৯]

আল্লাহর জন্য নাসিহার অর্থ

আল্লাহর উপযুক্ত গুণকীর্তন করা। বাহ্যিকভাবে ও অভ্যন্তরীণভাবে তাঁর প্রতি অনুগত হওয়া। তাঁর আনুগত্যমূলক কাজের প্রতি আগ্রহী থাকা। আল্লাহর ক্রোধকে ভয় করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। তাঁর অবাধ্যদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

আল্লাহর কিতাবের জন্য নাসিহার অর্থ

আল্লাহর কিতাব শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া; সহিহভাবে তিলাওয়াত করা; সুন্দরভাবে লেখা, এর অর্থ বোঝা, মুখস্থ করা, তদনুযায়ী আমল করা এবং কুরআন বিকৃতকারী প্রতারকদের বিতাড়িত করা—এগুলো হলো কুরআনের প্রতি কল্যাণকামিতা।

---

৫৭. সহিহ মুসলিম : ৫৫
৫৮. ফাতহুল বারি : ১/১৩৮
৫৯. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ২/৩৭

রাসুল ﷺ-এর জন্য নাসিহার অর্থ

তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, জীবিত ও মৃত অবস্থায় তাঁকে সাহায্য করা; তাঁর সুন্নাত নিজে শিখে ও অন্যকে শিখিয়ে জীবন্ত করা; কথা ও কাজে তাঁর অনুসরণ করা এবং তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের ভালোবাসা।

মুসলিম উম্মাহর নেতৃবর্গের জন্য নাসিহার অর্থ

তাদের যে গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়নে তাদের সাহায্য করা। দায়িত্ব পালনে তাদের অবহেলা দেখলে তাদের সতর্ক করে দেওয়া। তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া। তাদেরকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করা। তাদের প্রতি বিরূপ ধারণা রাখে—এমন ব্যক্তিদের তাদের স্বরূপ অবহিত করে বিরূপভাব দূর করা। তাদের প্রতি কারও ঘৃণা থাকলে তাদের সতর্ক করা। তাদের প্রতি সর্বোত্তম কল্যাণকামিতা হলো সুন্দরভাবে ও উত্তম পন্থায় তাদের জুলুম-অন্যায়-অত্যাচার থেকে ফিরিয়ে রাখা।

সমস্ত মুসলিমের জন্য নাসিহার অর্থ

তাদের ইহকালীন-পরকালীন বিষয়ে কল্যাণের পথের দিশা দেওয়া। যেকোনো বিপদাপদ ও কষ্ট থেকে তাদের হিফাজত করা। দ্বীনের যতটুকু তারা জানে না, তা শিখিয়ে দেওয়া। কথা ও কাজের মাধ্যমে দ্বীন পালনে তাদের সহায়তা করা। তাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা। তাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো ঠিক করে দেওয়া। তাদের ভুল থেকে যথাসাধ্য রক্ষা করা। তাদের উপকার সাধন করা। অপকারকে দূরে রাখা। উত্তম পন্থায় সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে বাধা দেওয়া। তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, সর্বদা উত্তম উপদেশ দেওয়া, তাদের সাথে প্রতারণা না করা, ভেজাল না মিশানো, হিংসা না করা। নিজের জন্য যা পছন্দ করা হয়, তাদের জন্যও তা পছন্দ করা। নিজের জন্য যা অপছন্দ করা হয়, তাদের জন্যও তা অপছন্দ করা। তাদের ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আবরু রক্ষা করা। আমাদের আলোচিত নাসিহাগুলোর প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করা এবং ইবাদতের প্রতি তাদের উচ্চ মনোবল জোগানো। এ ছাড়া কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের জন্য কল্যাণকর অন্য সকল বিষয় নিশ্চিত করাও এ নাসিহা ও কল্যাণকামিতার অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের মাঝে মীমাংসা করা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

'তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই, কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান-সদাকা বা সৎ কাজ অথবা মানুষের মাঝে মীমাংসা করার জন্য তারা করে তা ব্যতীত। যে এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অচিরেই আমি তাকে বিরাট প্রতিদান দান করব।'[৬০]

শাইখ সাদি ﷺ বলেন :

অর্থাৎ মানুষ পারস্পরিক যেসব সলা-পরামর্শ করে থাকে, এগুলোর অধিকাংশই অনর্থক। যেহেতু তাদের এসব কানকথার অধিকাংশই অনর্থক, সেহেতু এগুলোর বিষয়াদি হয়তো সাধারণভাবে অনুমোদিত বৈধ কথাবার্তা অথবা কোনো ক্ষতিকর বা হারামবিষয়ক কথা।

এরপর আল্লাহ তাআলা আয়াতের মধ্যে আলাদা করে বলে দিয়েছেন যে, "তবে যারা সদাকার আদেশ করে" সেটা ভিন্ন বিষয়। এ সদাকা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন : ধন-সম্পদ দান করা, ইলম শেখানো অথবা এমন যেকোনো ধরনের বিস্তৃত-সুপরিসরে উপকার সাধনের ক্ষেত্রেও হতে পারে। এমনকি তা সীমাবদ্ধ উপকারী আমল তাসবিহ, তাহলিল ইত্যাদিও হতে পারে। যেমন রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

৬০. সুরা আন-নিসা : ১১৪

'নিশ্চয় প্রত্যেক তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সদাকা। প্রত্যেক তাকবির (আল্লাহু আকবার বলা) সদাকা। প্রত্যেক তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ বলা) সদাকা। প্রত্যেক তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সদাকা। সৎ কাজের আদেশ করা সদাকা। মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সদাকা। তোমাদের কারও স্ত্রী সহবাসের জন্য লিপিবদ্ধ হয় সদাকা।'[৬১]

আয়াতে উল্লেখিত أَوْ مَعْرُوفٍ [সৎ কাজ] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—আনুগত্য করা, অন্যের প্রতি সদাচরণ করা, শরিয়তে যে সকল কাজ সৎ বলে অনুমোদিত সে সকল কাজ, যুক্তিবোধ যাকে ভালো বলে—সে সকল কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। আর সৎ কাজের আদেশের বিষয়টি উল্লেখ করে পাশাপাশি খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করার বিষয়টি উল্লেখিত না হলে, বুঝতে হবে সৎ কাজের আদেশের মাঝেই অসৎ কাজের নিষেধও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ, মন্দ কাজ পরিহার করাও সৎ কাজ। তা ছাড়া মন্দকর্ম বাদ দেওয়া ব্যতীত কখনোই কল্যাণকর্ম পূর্ণতা পায় না। আর উভয়টিকে একত্রে আনা হলে তখন মারুফ বা সৎ কাজ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে শরিয়তে আদিষ্ট কাজগুলো, আর মুনকার বা অসৎ কাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে শরিয়তে নিষিদ্ধ কর্মগুলোকে বর্জন করা।

আয়াতে উল্লেখিত أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ [অথবা মানুষের মাঝে মীমাংসা করা] এর মর্ম হলো, সাধারণত যখন দুজন মানুষ ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের মাঝে সমাধান তথা মিটমাট করে দেওয়া। ঝগড়া-বিবাদ, পরস্পর রেষারেষি—এগুলো মূলত মানুষের মাঝে মন্দ ও বিচ্ছেদ ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটায়। যা কেবল এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তাই ইসলামি শরিয়ত মানুষের মাঝে ইজ্জত-সম্মান, ধন-সম্পদ ও রক্তপাত-সম্পর্কীয় সকল বিষয়ে সংশোধন করে দেওয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। বরং দ্বীনের ক্ষেত্রেও এমন আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। তিনি ইরশাদ করেন :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'[৬২]

---

৬১. সহিহু মুসলিম : ১০০৬
৬২. সুরা আলি ইমরান : ১০৩

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

'যদি মুমিনদের দুদল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর আক্রমণ করে, তবে যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে তোমরা সে পর্যন্ত আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দাও এবং সুবিচার করো। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।'[৬৩]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন :

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

'আর সন্ধি (সমাধান) করে দেওয়াই উত্তম।'[৬৪]

যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে বিবাদ মিটানোর চেষ্টায় লিপ্ত, সে নফল সালাত, সিয়াম ও সদাকার মতো গুরুত্বপূর্ণ আমলে লিপ্ত ব্যক্তির চেয়েও উত্তম। আর সংশোধনকারীর চেষ্টা ও সংশোধন কর্মকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সংশোধন করে দেবেন। যেমনিভাবে যে লোক ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টায় লিপ্ত থাকে, আল্লাহ তার আমলকে পরিশুদ্ধ করে দেন না এবং তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেন না। তিনি বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের আমলকে পরিশুদ্ধ করেন না।'[৬৫]

---

৬৩. সুরা আল-হুজুরাত : ৯
৬৪. সুরা আন-নিসা : ১২৮
৬৫. সুরা ইউনুস : ৮১

এই কাজগুলো যেভাবেই করা হোক না কেন, এগুলো অবশ্যই অন্যের জন্য উপকারী আমল, এগুলোর উপকার হয় বিস্তৃত-সুপরিসরে। তবে আসল কথা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ প্রতিদান ও বিনিময় নিয়ত এবং ইখলাসের ওপর নির্ভর করে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

'আর যে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করবে, আমি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দান করব।'[৬৬]

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

'নিশ্চয় সর্বোত্তম সদাকা হলো, মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া।'[৬৭]

আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

'আমি কি তোমাদের সিয়াম, সালাত ও সদাকার চেয়েও উত্তম আমল বলে দেবো না?' সাহাবিগণ বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তা হলো মানুষের মাঝে সংশোধন করে দেওয়া।'[৬৮]

নিঃসন্দেহে নামাজ, রোজার মর্যাদার স্তর অনেক উঁচু। এ দুটি ইসলামের রুকন। হাদিসে উল্লেখিত সালাত ও সিয়াম দ্বারা নফল সালাত ও সিয়াম উদ্দেশ্য। কারণ এ দুই নফল ইবাদতের প্রতিদান ও পুরস্কার কেবল আমলকারীর মাঝেই সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে মানুষের মাঝে মীমাংসা করার উপকারিতা অন্যদের অন্তর্ভুক্ত করে, এ আমলের উপকারিতা সুপরিসরে ব্যাপ্ত হয়।

---

৬৬. সুরা আন-নিসা : ১১৪
৬৭. আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদি আবদ ইবনি হুমাইদ : ৩৩৫
৬৮. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯১৯, সুনানুত তিরমিজি : ২৫০৯

তাই কারও সময়গুলোকে মানুষের মাঝে সংশোধন কাজে ব্যয় করা তার সময়গুলোকে নফল রোজা বা নফল নামাজে ব্যয় করার চেয়ে উত্তম।

সুপারিশ করা ও মাজলুমদের সাহায্য করা

একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো—তার অপর মুসলিম ভাইয়ের যেকোনো উপকার বা কল্যাণ সাধন করার ক্ষেত্রে এবং তার কাছ থেকে অকল্যাণকে দূরে রাখার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করা। এ উপকারটি হবে নিজের সম্মান ও প্রভাব দিয়ে মুসলিমদের উপকার করার মাধ্যমে।

আবু মুসা আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ

'রাসুল ﷺ-এর কাছে যখন কোনো ভিক্ষুক আসত বা কেউ প্রয়োজনের তাগিদে কিছু চাইত, তখন তিনি বলতেন, "তোমরা তার জন্য সুপারিশ করো, তাহলে তোমরাও পুরস্কার পাবে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবির জবানের মাধ্যমে যা ইচ্ছা তা ফয়সালা করেন।"'[৬৯]

ইমাম নববি ﷺ বলেন :

'এই হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কারও কোনো প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে তার জন্য সুপারিশ করা মুসতাহাব। চাই সে সুপারিশ কোনো সুলতান বা কোনো গভর্নর অথবা এমন স্তরের যেকোনো মানুষের কাছে কিংবা যেকোনো সাধারণ মানুষের কাছেই হোক না কেন। হতে পারে তা সুলতানের প্রতি তার জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য সুপারিশ, অথবা কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুপারিশ। এমন যেকোনো সুপারিশই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে হুদুদ-কিসাস কমানোর ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হারাম। একইভাবে

---

৬৯. সহিহুল বুখারি : ১৪৩২, সহিহ মুসলিম : ২৬২৭

কোনো খারাপ কাজ সম্পাদনের বা সত্যকে মিথ্যার রূপ দেওয়ার সুপারিশ করার মতো অন্যান্য সুপারিশ হারাম।'[৭০]

উল্লিখিত হাদিসে বর্ণিত **'আর আল্লাহ্ তাআলা তার নবির জবানের মাধ্যমে যা ইচ্ছা তা ফায়সালা করেন'** এই কথার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, সুপারিশকারীর সুপারিশ গ্রহণ করা হোক আর না-ই হোক, উভয় অবস্থায় সুপারিশকারী তার বিনিময় পেয়ে যাবে।[৭১]

রাসুল ﷺ মুসলিমদের কল্যাণের জন্য তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে কাজে লাগাতেন। তিনি তাদের যেকোনো বিষয়ে সুপারিশ করতেন, এমনকি তাদের ব্যক্তিগত বিষয়েও। বারিরা رضي الله عنها আজাদ হলেন। তার স্বামী তখনো দাসত্বের মধ্যে ছিলেন। বারিরা বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চাইলেন। স্বামী এ কথা শুনে অনেক দুঃখ পেলেন। কারণ, স্বামী তাকে অনেক ভালোবাসতেন। এমনকি তিনি মদিনার অলিতে-গলিতে তার পিছে পিছে হেঁটে হেঁটে কাঁদতেন। অবশেষে তিনি তার স্ত্রীর কাছে সুপারিশ করার জন্য নবিজি ﷺ-এর নিকট আসলেন। নবিজি ﷺ সুপারিশ করে বললেন, 'যদি তুমি তার কাছে ফিরে আসো, তবে সে তো তোমার সন্তানের পিতা।' বারিরা رضي الله عنها বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আদেশ করছেন নাকি সুপারিশ করছেন?' রাসুল ﷺ বললেন, 'না, আমি তো সুপারিশকারী মাত্র।' এ কথা শুনে বারিরা رضي الله عنها বললেন, 'তার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'[৭২]

মানুষের অভাব-অনটনে সাহায্য করা, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা ও বিপদাপদে তাদের পাশে দাঁড়ানো

মানুষের সেবা করা ও দুর্বলদের পাশে দাঁড়ানো মূলত হৃদয়ের স্বচ্ছতা, নিয়তের পরিশুদ্ধতা ও উত্তম চরিত্রের পরিচয় বহন করে। আর আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াকারীদের প্রতি দয়া করে থাকেন। এ সকল বিশেষ বান্দাকে তিনি অনেক পুরস্কারে ভূষিত করে থাকেন। অন্যের বিপদ দূর করার

---

৭০. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ১৬/১৭৭
৭১. শারহুল বুখারি লি ইবনি বাত্তাল : ৩/৪৩৪
৭২. সহিহুল বুখারি : ৪৯৭৯

পুরস্কারস্বরূপ তিনি তাদের বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেন। পরকালের চিন্তা দূর করে দেন।

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না। তাকে শত্রুর কাছে সমর্পণ করে না। যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন। যে কোনো মুসলমানের একটি বিপদ দূর করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।'[৭৩]

আবু নুআইম ﷺ আরেকটু বৃদ্ধিসহ বর্ণনা করেন, 'যে কোনো মাজলুমের সাথে তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা এমন দিনে তার কদমকে দৃঢ় করে দেবেন, যেদিন মানুষের পদযুগল বিচ্যুত হবে।'[৭৪]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

৭৩. সহিহুল বুখারি : ২৪৪২, সহিহু মুসলিম : ২৫৮০
৭৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/৩৪৮

'যে কোনো মুমিনের একটি দুনিয়াবি বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবীর অভাব দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়া-আখিরাতের অভাব দূর করে দেবেন। যে কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার দোষগুলোকে দুনিয়া-আখিরাতে গোপন রাখবেন। আর বান্দা যতক্ষণ তার অপর ভাইয়ের সাহায্যে থাকবে, আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ তার সাহায্যে থাকবেন। যে ইলম অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।'[৭৫]

নববি ﷺ বলেন :

'এই হাদিসে বহু ইলম, কাওয়ায়িদ ও আদাব বিবৃত হয়েছে। আর نَفَّس الكربة-এর মানে হচ্ছে, বিপদ দূর করে দেওয়া। এখানে ধন-সম্পদ, ইলম অথবা কোনোভাবে সাহায্য করা বা কোনো কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করা বা কোনো নাসিহা করা-সহ যেভাবেই হোক মুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতা করার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে।'[৭৬]

আর ভালো কাজ ও অন্যের প্রতি ইহসানের মাধ্যমে নিজের জীবন আলোকিত হয় এবং জীবনের পরিসমাপ্তিও ভালো হয়। উম্মে সালামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ

'ভালো কাজ খারাপ অবস্থায় মৃত্যু থেকে হিফাজত করে। গোপনে সদাকা আল্লাহর ক্রোধকে প্রশমিত করে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে আয়ু বাড়ে।'[৭৭]

---

৭৫. সহিহ মুসলিম : ২৬৯৯

৭৬. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ১৭/২১

৭৭. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৮০১৪

আর আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ এবং কল্যাণ সাধনের জন্য ধন-সম্পদ ও নিয়ামত দান করেন। যদি সে বান্দা মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ না করে, তবে তার থেকে এ সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ لِلّٰهِ عَبَّادًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، يُقِرُّهُمْ فِيهَا مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ، فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ

'নিশ্চয় আল্লাহর কিছু বান্দা আছে, যাদের তিনি বিশেষভাবে তাঁর পক্ষ থেকে নিয়ামত দিয়ে থাকেন; কারণ তারা তাঁর বান্দাদের উপকার করে থাকেন। তারা যে অন্যের উপকার করে থাকেন, সে কারণে আল্লাহ তাআলা নিয়ামতের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠিত করেন। যখন তারা উপকার করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন আল্লাহ তাদের থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে অন্যদের প্রদান করেন।'[৭৮]

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন :

'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য কদম বাড়ায়, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে একেকটি সদাকা লিপিবদ্ধ হয়।'[৭৯]

সালাফের অবস্থা তো এমন ছিল যে, তারা নিজেদেরকে তাদের শরণাপন্ন হয়, এমন ব্যক্তিদের চেয়ে বড় মনে করতেন না। বরং তাদেরকেই সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতেন। কেউ তাদের নিকট কোনো প্রয়োজন নিয়ে আসলে তারা মনে করতেন—অভাবী ব্যক্তিটিই তার ওপর ইহসান করার জন্য এসেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন :

'তিন ব্যক্তির জন্য আমি যথেষ্ট হতে পারব না। প্রথমত, এমন ব্যক্তি যে আমাকে প্রথমে সালাম দেয়। দ্বিতীয়ত, এমন ব্যক্তি যে আমাকে বসার জায়গা করে দিতে মজলিসকে প্রশস্ত করে। তৃতীয়ত, এমন ব্যক্তি যে

---

৭৮. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৫১৬২

৭৯. আবু আব্দুল্লাহ আল-মারওয়াজি ﷺ কৃত কিতবুল বিররি ওয়াস সিলা : ১৬৩

আমাকে সালাম দেওয়ার জন্য আসতে গিয়ে তার পদযুগল ধুলোয় ধূসরিত করেছে। আর চতুর্থ স্তরেও এমন এক ব্যক্তি আছে, যাকে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই পুরস্কার দিতে পারেন।' বলা হলো, 'কে সে?' তিনি বললেন, 'এমন ব্যক্তি যার কোনো প্রয়োজন দেখা দিল। অতঃপর সে ভাবতে ভাবতে রাত অতিবাহিত করল যে, প্রয়োজন সমাধানের জন্য কার কাছে যাবে। অবশেষে আমার কাছেই চলে এল তার প্রয়োজন পূরণের জন্য।'[৮০]

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন :

'তারা আমার কাছে উল্লেখ করল যে, একদা এক ব্যক্তি তার প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্য আরেক জন লোকের কাছে গেল। তা দেখে সে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল এবং বলল, "তোমার প্রয়োজন পূরণের জন্য আমাকে তুমি নির্বাচন করলে! জাজাকাল্লাহু খাইরান। আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।"'

আবু আকিল আল-বালিগ ﷺ-কে বলা হলো, 'যখন মারওয়ান বিন হাকামের কাছে কোনো প্রয়োজন পূরণের আবদার করা হয়, তখন তুমি তাকে কেমন পেলে?' তিনি বললেন :

'কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের চেয়েও দয়া করতেই তার আগ্রহ বেশি দেখেছি। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির চেয়েও উক্ত সমস্যা নিয়ে তাকেই বেশি উদ্বিগ্ন দেখা যেত।'

ইবনুল কাইয়িম ﷺ ইবনে তাইমিয়া ﷺ-এর প্রশংসায় বলেন :

'শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ আন্তরিকভাবে মানুষের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টায় লিপ্ত থাকতেন।'

উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা বিপদাপদের সময় মানুষের ওপর নির্ভর না করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

---

৮০. শুআবুল ঈমান, বাইহাকি : ৭/৪৩৬

হাকিম বিন হিজাম ﷺ বলেন :

'প্রতিদিন সকালে আমার বাড়িতে মানুষ কোনো না কোনো প্রয়োজন নিয়ে আসত। আর তাদের বিপদগুলোও প্রকৃত বিপদই ছিল।'[৮১]

যাকে আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রয়োজন পূরণকারী বানিয়েছেন অথবা যাকে তিনি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার মাধ্যম বানিয়েছেন কিংবা তার অধীনে তার পরিচালনায় প্রয়োজনটি পূরণ হবে, এমন যোগ্যতা দিয়েছেন—সে ব্যক্তি যদি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে অসন্তোষ প্রকাশ করে, তার শাস্তির বর্ণনায় এসেছে :

- তার থেকে প্রদত্ত নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়ে তাকে সাবধান করা হয়।

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

مَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَأَسْبَغَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَتَبَرَّمَ، فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ

'যেই বান্দাকে আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ামত দান করেন, অতঃপর আল্লাহ মানুষের প্রয়োজন পূরণ তার প্রতি নীত করলে সে বিরক্তি প্রকাশ করে। এমন অসন্তোষের মাধ্যমে সে যেন উক্ত নিয়ামত তার থেকে বিলুপ্তির সম্মুখীন করে দিল।'[৮২]

হাদিসে উল্লেখিত تَبَرَّم অর্থ হলো, সে বিরক্তিবোধ করল, সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল ইত্যাদি।[৮৩] সুতরাং اَلتَّبَرُّم অর্থ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা, রাগ করা, মনকে সংকীর্ণ করা ইত্যাদি।

হাদিসে উল্লেখিত অসন্তোষ প্রকাশকারী ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক এমন নিয়ামতের অধিকারী, যাকে আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নিয়ামত দিয়েছেন, যার ফলে মানুষ তার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে থাকে। যেমন : আলিম,

৮১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৩/৫১
৮২. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৭৫২৯
৮৩. মুখতারুস সিহাহ : ১/২৭

মুফতি, দায়ি, শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, আমির, কাজি, দায়িত্বশীল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, উকিল, ধনী ব্যক্তি—এমন ইত্যাদি গুণের অধিকারী মানুষগুলো যারা বিস্তৃত-সুপরিসরে উপকার করার যোগ্যতা রাখেন। আল্লাহ তাআলা যাদের বিভিন্ন গুণের মাধ্যমে সমাজের মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ অবস্থান দান করেছেন।

এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট মানুষ মুখাপেক্ষী হওয়ার পর যদি তারা বিরক্তি প্রকাশ করে, অসন্তুষ্টি দেখায়, মানুষের সাথে সামান্য পরিমাণ সংকীর্ণতা প্রদর্শন করে, তাদের সাথে অহংকার করে, মুখ ফিরিয়ে নেয়, অনীহা প্রকাশ করে, তাহলে তাদের থেকে আল্লাহ তাআলার সেই নিয়ামত উঠে যাওয়ার জন্য তারাই দায়ী; তারা নিজেরাই সে নিয়ামত উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরজি পেশ করে। যেমনটি পূর্বোক্ত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিসের এ সতর্কবাণীগুলো কুরআনের এ আয়াতের কথা অন্তর্ভুক্ত করে যে—

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'এই শাস্তির কারণ এই যে, আল্লাহ যদি কোনো জাতির ওপর নিয়ামত দান করেন, সেই নিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।'[৮৪]

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

'আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন কোনো জাতির ওপর বিপদ আপতিত করতে চান, তখন তা প্রতিহত হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'[৮৫]

---

৮৪. সুরা আল-আনফাল : ৫৩
৮৫. সুরা আর-রাদ : ১১

ইমাম বাগাবি ﷺ প্রথম আয়াতের তাফসিরে বলেন :

'আল্লাহ তাআলা যদি কোনো জাতিকে কোনো নিয়ামত দিয়ে থাকেন, তাহলে সেই জাতি অস্বীকৃতি ও অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি অবাধ্যতার মাধ্যমে উক্ত নিয়ামতকে পরিবর্তন করা ছাড়া তিনি তা পরিবর্তন করেন না। সুতরাং যখন তারা কোনো অবাধ্যতা বা অস্বীকৃতি করে বসে, তখন আল্লাহ তাদের থেকে সে নিয়ামত ছিনিয়ে নেন।'[৮৬]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন :

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم

'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না।'[৮৭]

ইমাম কুরতুবি ﷺ বলেন :

'আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা নেতৃত্ব, পরিচালনা ও কর্তৃত্ব প্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিয়েছেন। যদি কেউ নেতা হয় আর প্রজাদের মাঝে সুবিচার না করে, বা কেউ যদি আলিম হয় আর ইলম অনুযায়ী আমল না করে, মানুষকে নাসিহা না করে—তাহলে আল্লাহ তাদের থেকে তা উঠিয়ে নেবেন এবং অন্যদের প্রদান করবেন। আর আল্লাহ এ বিষয়ে সক্ষম।'[৮৮]

অতএব বোঝা গেল যে, পূর্বোল্লেখিত হাদিসের মধ্যে মূলত সেসব মানুষকে সতর্ক ও সাবধান করা হয়েছে, আল্লাহ যাদের নিয়ামত দিয়েছেন, সমাজে ভালো অবস্থান দিয়েছেন, যার কাছে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য আসে। অথচ সে আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থায় সেগুলো সমাধান করে দেয় না।

৮৬. তাফসিরুল বাগাবি : ৩/৩৬৮
৮৭. সুরা মুহাম্মাদ : ৩৮
৮৮. তাফসিরুল কুরতুবি : ৫/৪০৯

এ জন্য কিছু বিষয় অবশ্যই পালনীয়

প্রথমত, তাদের বুঝতে হবে, এই নিয়ামত, এ ইলম, সামাজিক এ মর্যাদা ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহ তাআলাই তাদের দিয়েছেন। এগুলো তাদের দিয়ে তিনি পরীক্ষা করেন যে, তারা কী করে। কারণ দুনিয়া পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের জায়গা। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেন :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا- إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; এখন হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।'[৮৯]

সুতরাং মানুষ চাইলে তার ওপর আবশ্যক শোকর আদায় করবে, অন্যথায় অকৃজ্ঞতা ও কুফরি প্রকাশ করবে।

দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তি যত বড়ই হোক, যত উঁচুতেই সে পৌঁছাক। প্রকৃতপক্ষে সে একাকী অনেক দুর্বল। অন্য ভাইদের নিয়েই সে পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে। আর মানুষের সাথে বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করার কারণে তার সাথে সমাজবাসীর সুসম্পর্ক নষ্ট হয় এবং তাদের অন্তরে বহুকাল ধরে কষ্ট, ক্ষোভ, অভিমান ও ঈর্ষা লেগে থাকে। তার ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতি ত্বরান্বিত হয়। তার এমন বিরক্তি ও অসন্তোষের ফলে খারাপ প্রভাব পড়ে। তার প্রতি এই আশঙ্কাও আছে যে, তার কাছ থেকে উক্ত নিয়ামতকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং শত্রুরাও তাকে ভর্ৎসনা করতে থাকবে।

তৃতীয়ত, হাশরের দিন আল্লাহর কাছে এর উত্তম বিনিময় পাওয়ার আশা করা।

রাসুল ﷺ যেমনিভাবে আমাদের নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছেন, তেমনই তিনি আমাদের মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য, তার ওপর অটল থাকার জন্য, প্রয়োজন পূরণে চেষ্টা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

---

৮৯. সুরা আল-ইনসান : ২-৩

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ،

'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়াবি একটি বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বিপদগুলো হতে একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে কোনো অভাবীর অভাব দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়া-আখিরাতের অভাব দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কোনো দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া-আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আর বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তাআলাও বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন।'[৯০]

কবি বলেন :

وأفضل الناس من بين الورى رجل * تقضي على يده للناس حاجاتُ

لا تمنعن يد المعروف عن أحد * ما دمت مقتدراً فالسعد تاراتُ

واشكر فضائل صنع الله إذا جعلت * إليك لا لك عند الناس حاجاتُ

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم * وعاش قوم وهم في الناس أمواتُ

'পৃথিবীর বুকে সেই তো শ্রেষ্ঠ মানুষ, যার হাতে মানুষের প্রয়োজনগুলো পূরণ হয়।

তুমি কারও থেকে দানের হাত গুটিয়ে নিয়ো না, যতক্ষণ তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহলে তুমি কল্যাণের অধিকারী হবে বারবার।

---

৯০. সহিহ মুসলিম : ২৬৯৯

আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা আদায় করো, কারণ তোমাকে নিজ প্রয়োজন পূরণে মানুষের কাছে যেতে হচ্ছে না।

এমনও তো কত জাতি ছিল, যারা আজ নেই, আছে তাদের মহানুভবতার কথা, এমনও তো কত সম্প্রদায় ছিল, যাদের অস্তিত্ব নেই, নেই কোনো নাম-নিশানা।'

কারও জন্য আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে অস্বীকার করার চেয়ে বড় কোনো ক্ষতির কারণ হতে পারে না। হয়তো এই নিয়ামতটি তার কাছে কোনো কিছুই মনে হয় না। তাই নিয়ামতে আনন্দিত না হয়ে, কৃতজ্ঞতা আদায় না করে এমন বিরক্তি, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। অথচ তার ওপর এটাই ছিলো আল্লাহর দেওয়া একটি বড় নিয়ামত। অধিকাংশ মানুষই তার প্রতি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ। অথচ সে বুঝতেও পারে না যে, এটা তার ওপর আল্লাহর কত বড় নিয়ামত ও ইহসান ছিল। না জেনে, না বুঝে অন্যায়ভাবে নিজের থেকে সেই নিয়ামতকে দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে সে। এমন কত নিয়ামত তার কাছে আসতে চেয়েছে, অথচ সে তা প্রতিহত করে তা ফিরিয়ে দিয়েছে। কত নিয়ামত অনেকের দুয়ারে পৌঁছেছে, অথচ সে তা ফিরিয়ে দিতে সচেষ্ট ভূমিকা রেখে চলছে। বান্দা নিজেই তার প্রতি অবতারিত নিয়ামতের সবচেয়ে বড় শত্রুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সে তার শত্রুর সাথে স্পষ্টভাবে স্পর্ধা দেখিয়ে চলেছে। তার প্রকৃত শত্রু তার নিয়ামতের ওপর আগুন প্রজ্জ্বলিত করে আর সে তাতে অজান্তেই ফুঁ দিয়ে আগুন বাড়িয়ে দেয়। যখন আগুন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে, তখন সে আগুন থেকে বাঁচতে সাহায্য চাইতে থাকে। আর তার শেষ কার্য হয়ে থাকে তাকদিরকে দোষারোপ করা।

وعاجز الرأي مضياع لفرصته * حتى إذا فات أمر عاتب القدر

'অজ্ঞ ব্যক্তি তার সুযোগ নষ্ট করে ফেলে, অতঃপর কোনো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে তাকদিরকে দোষে।'[৯১]

৯১. আওনুল আখবার লি ইবনি কুতাইবাহ : ১/১৪

আল্লাহ তাআলা আমাদের কোনো নিয়ামত বাড়িয়ে দিয়ে তা হ্রাস করা, তা ছিনিয়ে নেওয়া থেকে হিফাজত করুন। আমিন।

সময় থাকতেই যেন আমরা নিয়ামতের পরিপূর্ণ হক আদায়-সহকারে এর কদর বুঝতে পারি; সে সব নিয়ামত পেয়ে যেন আমরা সেগুলোর সঠিক ব্যবহার করতে পারি; মানুষের উপকার করতে পারি; আল্লাহর ও বান্দার হক যথাযথভাবে আদায় করতে পারি; আল্লাহর হক, মানুষের হক, পরিবার ও ভাই-বোনদের হকের ক্ষেত্রে যে কমতি হয়েছে, সেগুলো পূর্ণ করতে পারি—সে তাওফিক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি। মানুষদের থেকে বিমুখ হওয়া থেকে আমরা যেন সতর্ক থাকি। অহংকারের চাদরে যেন আবৃত হয়ে নিজেকে ধোঁকার জালে আবদ্ধ না করি। অহংকার তো মূলত আল্লাহর সাথেই মানায়। যেমনটি হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে :

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "অহংকার আমার চাদর, মহত্ত্ব আমার পরিধেয়। যে ব্যক্তি এর কোনো একটি নিয়ে টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।'[৯২]

মানুষের অবস্থা সব সময় এক রকম থাকে না। ওপরে ওঠা ও নিচে নামার মাঝে পার্থক্য আছে। দ্বিতীয়টি থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। নিচে নামার কারণ আমরা নিজেরাই। আমাদের অবনতি আমাদের হাতের কামাই। আল্লাহ তো বান্দার ওপর জুলুমকারী নন। তিনি বলেন :

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

'তোমাদের ওপর যেসব বিপদাপদ আপতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল। আর তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।'[৯৩]

আরবরা বলে, সময়ের দুপিঠ। একটি তোমার আরেকটি অন্যদের।

---

৯২. সুনানু আবি দাউদ : ৪০৯০
৯৩. সুরা আশ-শুরা : ৩০

এর অর্থ হলো, এ ধরনের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আর আল্লাহ তাআলার নিয়মও এমনই যে, জীবন কখনো একইভাবে চলবে না।

ما بين غفوة عين وانتباهتها • يغير الله من حال إلى حال

'চোখের পলক পরিবর্তনের মুহূর্তেই আল্লাহ বদলে দিতে পারেন এক অবস্থাকে অন্য অবস্থায়।'

অনেকে তো এমনও বলে যে,

هكذا الدهر حالة ثم ضد • ما لحال مع الزمان بقاء

'সময়টা এমনই। এখন এইরূপ, কিছুক্ষণ পর আরেক রূপ। সময়ের সাথে কোনো রূপই স্থায়ী নয়।'

তাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। যেন তিনি মন্দ থেকে আমাদের রক্ষা করেন। আমাদের অবস্থা যেন ভালো থেকে খারাপের দিকে না যায়।

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ দুআ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

'হে আল্লাহ, আপনার কাছে পানাহ চাই আপনার নিয়ামত হাতছাড়া হওয়া থেকে। সুস্থতা অসুস্থতায় পরিবর্তন হওয়া থেকে। আপনার আকস্মিক শাস্তি প্রদান থেকে। পানাহ চাই আপনার সকল ক্রোধ থেকে।'[১৪]

দরিদ্র-অভাবীদের সদাকা করা ও তাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করা বিরাট প্রতিদান ও বহুগুণ প্রবৃদ্ধ প্রতিদান পাওয়ার মাধ্যম

আল্লাহ তাআলা সদাকাকে বাড়িয়ে দেন। সদাকাদানকারী ব্যক্তিকে বহুগুণে প্রতিদান দেন ও তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। এ বিষয়ে অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে।

---

১৪. সহিহ মুসলিম : ২৭৩৯

• সদাকার বিরাট প্রতিদান সম্পর্কে কুরআন থেকে দলিল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

'নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে করজ দেয়, তাদের দেওয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।'[৯৫]

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন :

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'এমন কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম করজ দেবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহ-ই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।'[৯৬]

আল্লাহ তাআলা সদাকাকে 'করজ' নামে উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন :

'দান করার সাওয়াব ও প্রতিদানের নিশ্চয়তা বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা সদাকাকে করজ বলেছেন। কেননা, প্রত্যেক করজের বিপরীতে করজদাতা বিনিময় পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত থাকে।'[৯৭]

৯৫. সুরা আল-হাদিদ : ১৮
৯৬. সুরা আল-বাকারা : ২৪৫
৯৭. জাদুল মাসির : ১/২৯০

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শিষ জন্মায়। প্রতিটি শিষে একশত করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'[৯৮]

• সদাকার বিরাট প্রতিদান সম্পর্কে হাদিস থেকে দলিল

আবি কাবশাহ আল-আনমারি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন :

ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا

'আমি তিনটি জিনিসের কসম করছি। আর তোমাদের একটি সংবাদ দিচ্ছি, তা ভালো করে স্মরণ রেখো।' তিনি বলেন, 'সদাকা দেওয়ার কারণে কারও সম্পদ কমে যায় না। কোনো বান্দার ওপর যদি জুলুম করা হয়, সে তাতে সবর করলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর যেকোনো বান্দা ভিক্ষার দরজার খুলবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেন।' (শেষের বাক্যটি হুবহু এমন অথবা রাসুল ﷺ এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন)।[৯৯]

---

৯৮. সুরা আল-বাকারা : ২৬১

৯৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৩২৫

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ

'কেউ যদি ভালো কিছু সদাকা করে—আর আল্লাহ তো ভালো বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না—তাহলে দয়াময় আল্লাহ তাআলা তা ডান হাতে গ্রহণ করেন; যদি তা একটি খেজুরও হয়। এরপর তা আল্লাহর হাতে বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে পাহাড়ের চেয়েও বড় হয়ে যায় এ সদাকা। যেমনিভাবে তোমাদের কেউ তার অশ্বশাবক অথবা সদ্য দুধ ছাড়ানো উটকে লালনপালন করে বড় করে থাকে, সেভাবে।'[১০০]

• সদাকা বিপদাপদ ও অসুস্থতা থেকে সুরক্ষা দেয়

রাসুল ﷺ-এর বাণী হতে আমরা এমনটাই বুঝতে পাই। তিনি বলেন :

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَة

'সদাকার মাধ্যমে তোমাদের রোগের চিকিৎসা করো।'[১০১]

মুসতাদরাকে হাকিমের গ্রন্থাকার আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম ﷺ-এর চেহারা প্রায় এক বছর যাবৎ ক্ষতযুক্ত ছিল। তখন তিনি নেককারদের নিকট দুআ চাইলেন। তারাও অনেক দুআ করলেন। তিনি বাড়ির সামনে একটি পানশালা স্থাপন করলেন। তাতে পানি ঢেলে দিলেন। মানুষজন তা থেকে পানি পান করতে লাগলেন। এভাবে এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। তার চেহারায় থাকা ক্ষতের চিহ্নগুলো দূর হয়ে গেল। চেহারা আগের চেয়ে সুন্দর হয়ে উঠল।

---

১০০. সহিহু মুসলিম : ১০১৪
১০১. আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৬৫৯৩

মুনাবি ﷺ বলেন :

'এটি বাস্তব যে, সদাকার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করা যায়। বরং স্বাভাবিক ওষুধের চেয়েও আত্মিক ওষুধের কার্যকারিতা ঢের বেশি। যার অন্তরে পর্দা এঁটে দেওয়া হয়েছে, সে-ই কেবল এ বিষয়টি অস্বীকার করতে পারে।'[১০২] সদাকার উপকারিতা এতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং কতিপয় সালাফ তো এমনও মনে করে থাকেন যে, সদাকা জালিমেরও ওপর থেকে বিপদাপদ দূর করে দেয়। ইবরাহিম নাখয়ি ﷺ বলেন, 'তারা তো এমন ভাবতেন যে, সদাকা ব্যক্তির ওপর থেকে মহাঅত্যাচারীকেও প্রতিহত করে।'[১০৩]

• সমকালীন একটি ঘটনা : সদাকার সুফলে অলৌকিক বর্ণনা

আবু সারাহ। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। নয় হাজার রিয়াল বেতন। তার নিজের একটি বাড়িও আছে। তার বেতন-ভাতাও বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি লক্ষ করলেন, টাকা যে অতি দ্রুতই শেষ হয়ে যায়। চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি।

বাকিটা তার মুখেই শুনি, সুবহানাল্লাহ। আমি বুঝতেই পারতাম না যে, এত টাকা যায় কোথায়? প্রতি মাসেই মনে মনে বলতাম, অচিরেই আমি সঞ্চয় করা শুরু করব। কিন্তু পরক্ষণেই আমার নিকট প্রকাশিত হতো যে, আমার টাকা যে ফুরিয়ে এসেছে। অবশেষে আমার এক বন্ধু আমাকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট কিছু অংশ মাইনে সদাকা করার উপদেশ দিল। আর বাস্তবে আমি তা-ই করলাম। প্রতি মাসে ৫০০ রিয়াল করে সদাকা করতে শুরু করলাম। আল্লাহর কসম! প্রথম মাস থেকেই আমার দুই হাজার রিয়াল অবশিষ্ট থাকত। অথচ পানাহার আগের মতো। ব্যয়ের উৎসগুলো আগের মতো। একটুও পরিবর্তন হয়নি। আমি খুশি হলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম আগামী মাস থেকে সদাকার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেবো। তাই ৫০০ থেকে ৯০০ রিয়ালে উপনীত হলো আমার সদাকার পরিমাণ। এভাবে পাঁচ মাস পর আমার কাছে খবর এল যে, আমার বেতন অচিরেই আরও বেড়ে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। এটা আল্লাহরই দান। আমি তাঁর (পরিপূর্ণ) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অক্ষম। আমি সদাকার

---

১০২. ফাইজুল কাদির : ৩/৬৮৭

১০৩. শুআবুল ইমান, বাইহাকি : ৩৫৫৯

বদৌলতে ধন-সম্পদ, পরিবার ইত্যাদি সকল বিষয়ে বরকত পেতে লাগলাম। আপনারাও এই কাজটা করে দেখতে পারেন। আশা করি আপনারা আমার চেয়ে অনেক বেশি উপকৃত হবেন। বরকত লাভ করবেন।

সদাকা দানকারী ব্যক্তি সদাকার আশ্চর্য রকমের উপকারিতা অবশ্যই পেয়ে থাকে। রাসুল ﷺ সত্যই বলেছেন, 'সদাকা দিলে কারও সম্পদ কমে যায় না।'[১০৪] বরং সদাকার মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়, সম্পদ আগের চেয়ে বেড়ে যায়।

করজে হাসানাহ ও অসচ্ছল ঋণগ্রহীতাকে সময় দেওয়া

ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

'যদি কোনো মুসলমান অপর মুসলমানকে দুবার ঋণ দেয়, তাহলে তা একবার সদাকা করার সমান হয়ে যায়।'[১০৫]

হুজাইফা رضي الله عنه বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ

'তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক লোকের আত্মার সাথে ফেরেশতারা সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি কোনো ভালো আমল করেছ?" সে বলল, "না, করিনি।" তারা বলল, "স্মরণ করে দেখো?" সে বলল, "আমি মানুষকে ঋণ দিতাম। আর আমার ছেলেদের আদেশ দিতাম যে, অসচ্ছলদের অবকাশ দাও।

১০৪. সুনানুত তিরমিজি : ২৩২৫
১০৫. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৪৩০

আর সচ্ছলরা ফেরত দানে কম দিলেও তাদের যেতে দাও।" রাসুল ﷺ বলেন, "এরপর আল্লাহ বলেন, তোমরা তাকে যেতে দাও।"'[১০৬]

খানা খাওয়ানো

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

'এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, "ইসলামের কোন আমল অধিক উত্তম?" তিনি বললেন, "খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত-অপরিচিতকে সালাম দেওয়া।"'[১০৭]

আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَقِيلَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

'রাসুল ﷺ যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন মানুষ তাঁর দিকে দ্রুত ছুটতে লাগল। আর এ কথা বলছিল যে, আল্লাহর রাসুল এসেছেন, আল্লাহর রাসুল এসেছেন, আল্লাহর রাসুল এসেছেন...। মানুষের ভিড়ে আমিও তাঁকে দেখার জন্য এলাম। যখন স্পষ্ট করে তাঁর চেহারা মুবারক দেখলাম, তখনই বুঝলাম যে, এটা কোনো

১০৬. সহিহু মুসলিম : ১৫৬০
১০৭. সহিহুল বুখারি : ১২, সহিহু মুসলিম : ৩৯

মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। তিনি প্রথম যে কথাটি বলেছেন তা হলো, "হে লোকসকল, পরস্পর সালাম বিনিময় করো, খানা খাওয়াও, শেষ রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাজ পড়ো। তাহলে শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"'[১০৮]

আবু মুসা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ

'বন্দী ব্যক্তিকে মুক্ত করো, ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াও এবং অসুস্থ লোকের সেবা করো।'[১০৯]

তিনি আরও বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

'যুদ্ধের ময়দানে আশআরিদের পাথেয় শেষ হলে অথবা মদিনায় তাদের পরিবার-পরিজনের আহারাদি শেষ হয়ে গেলে, তারা তাদের কাছে থাকা সবকিছুকে একটি কাপড়ে জমা করত। অতঃপর একটি পাত্রে নিজেদের মাঝে তা সমানভাগে ভাগ করত। তারা আমার অন্তর্ভুক্ত আর আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।'[১১০]

হাদিসে উল্লেখিত إِذَا أَرْمَلُوا এর অর্থ হচ্ছে, যখন তাদের সামান-পত্র শেষ হয়ে যেত। এটি رمل শব্দ থেকে নির্গত। رمل শব্দের অর্থ বালু। অর্থাৎ সামান শেষ হয়ে যাওয়ায় কেমন যেন তারা মাটির সাথে লেপটে গেছে। পরস্পর ভ্রাতৃত্ব, নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া, সফরে-ইকামাতে

---

১০৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৮৫
১০৯. সহিহুল বুখারি : ৩০৪৬
১১০. সহিহুল বুখারি : ২৪৮৬

সকলের সম্পদকে একত্র করে অন্যদের সাহায্য করার ফজিলত হাদিসেও বর্ণিত আছে। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।[১১১]

এতিমের প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়া

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরিক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয় ও এতিম-মিসকিনদের সাথেও... ।'[১১২]

এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে নবিজি ﷺ-এর সাথে থাকবেন

সাহল বিন সা'দ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

«أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى

'আমি ও এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এভাবে পাশাপাশি থাকব।' এ বলে তিনি তার তর্জনি ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন।[১১৩]

ইবনে বাত্তাল رحمه الله বলেন :

'প্রত্যেক মুসলিমের এই হাদিসটি শোনা আবশ্যক। যেন তারা এমন কাজে আগ্রহী হয়, যা তাদের জান্নাতে রাসুল ﷺ-এর প্রতিবেশী ও নবি-রাসুলদের জামাআতের সাথে থাকার সৌভাগ্য এনে দেবে।'[১১৪]

---

১১১. ফাতহুল বারি : ৫/১৩০
১১২. সুরা আন-নিসা : ৩৬
১১৩. সহিহুল বুখারি : ৬০০৫
১১৪. শারহুল বুখারি লি ইবনি বাত্তাল : ৯/২১৭

আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা এতিমদের প্রতি ইহসান করবে। তিনি বলেন :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

'যখন আমি বনি ইসরাইলের কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও দীন-দরিদ্রের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।'[১১৫]

আর তাদের চেয়ে আমরাই এই মাহাত্ম্যের অধিকারী বেশি।'

যে ব্যক্তি আশা করে যে, তার অন্তর নরম হোক এবং প্রয়োজনগুলো পূরণ হোক—তাহলে সে যেন এতিমের প্রতি দয়া করে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় এবং তাকে নিজ খাবার থেকে খাওয়ায়।

আবু দারদা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَتَا النَّبِيَّ رَجُلٌ يَشْكُو إِلَيْهِ قَسَاوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ : أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ. ارْحَمِ الْيَتِيمَ وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ يَلِنْ قَلْبُكَ وَتُدْرِكْ حَاجَتَكَ

'এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে তার অন্তরের কাঠিন্যের অভিযোগ করল। তখন তিনি তাকে বললেন, "তুমি কি চাও যে, তোমার অন্তর নরম হোক এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হোক? তবে এতিমকে দয়া করো, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, তোমার খানা থেকে তাকে খাওয়াও—তাহলে তোমার অন্তর নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে।"'[১১৬]

---

১১৫. সুরা আল-বাকারা : ৮৩

১১৬. মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক : ১১/৯৭

কোনো এক সালাফ বলেছেন :

'শুরুতে আমি পাপের সাগরে ডুবে ছিলাম। মদ পান করতাম। একদিন দরিদ্র এক এতিম শিশুকে পেয়ে তাকে আমি সাথে করে নিয়ে আসলাম। সুন্দর করে তার প্রতিপালন করতে লাগলাম। খানা খাওয়ালাম, বস্ত্র পরিধান করালাম, গোসল করালাম, শরীরের ময়লা দূর করলাম, নিজের সন্তানের চেয়েও সুন্দর করে আদর-যত্ন করলাম। এসবের পর এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, কিয়ামত কায়িম হয়ে গেছে, হিসাবের জন্য ডাকা হয়েছে। অতঃপর আমার পাপের দরুন আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হলো। জাহান্নামের ফেরেশতা আমাকে টেনে নেওয়ার জন্য আসলো। আমি তাদের সামনে নিতান্তই নিঃস্ব, অসহায়, অপমানিত। তারা আমাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সে এতিমকে দেখলাম। সে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, "হে আমার প্রভুর ফেরেশতাগণ, তাকে ছেড়ে দাও। আমি তার জন্য আমার রবের কাছে সুপারিশ করব। কারণ, সে আমার প্রতি দয়া করেছে, আমাকে আদর-যত্ন করেছে।" ফেরেশতাগণ বললেন, "আমাদেরকে এমন কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি।" এ সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ডাক এল; তিনি বলছিলেন, "তাকে ছেড়ে দাও। এতিমের সুপারিশের আবদারের কারণে এবং তার প্রতি দয়া করার কারণে আমি এ লোককে ক্ষমা করে দিচ্ছি।" তিনি বলেন, "তারপর আমি জাগ্রত হয়ে পড়ি, আল্লাহর কাছে তাওবা করি এবং এতিমদের প্রতি দয়ায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের চেষ্টা-শ্রম ব্যয় করি।"'[১১৭]

মিসকিন ও বিধবাদের সেবায় ব্যয়িত প্রচেষ্টা

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ

১১৭. আল-কাবাইর : ৬৫

'বিধবা ও মিসকিনদের সেবায় প্রচেষ্টাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের ন্যায় অথবা রাতে নামাজ আদায়কারী ও দিনে রোজা রাখে—এমন ইবাদতগুজার বান্দার ন্যায়।'[১১৮]

নববি ﷺ বলেন :

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ 'হাদিসে السَّاعِي বা চেষ্টাকারী দ্বারা মূলত বিধবা ও মিসকিনদের জন্য উপার্জনকারী ও তাদের খাদ্যদ্রব্যের জন্য কাজ করে এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য। আর বিধবা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এখন যার স্বামী নেই। পূর্বে সে বিয়ে করুক বা না করুক।' কেউ কেউ বলেন, 'যাকে তার স্বামী ছেড়ে চলে গেছে, সে-ই বিধবা।' ইবনে কুতাইবা ﷺ বলেন, 'বিধবাকে أَرْمَلَة বলার কারণ হচ্ছে, বিধবার الإرمال হওয়া তথা সহায় সম্বল হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া, দারিদ্র্য জেঁকে বসা এবং স্বামীকে হারিয়ে তার জীবনোপকরণ শেষ হয়ে যাওয়া।'

وَالمِسْكِينِ আর মিসকিন হলো, এমন নিঃস্ব যার কিছুই নেই। কেউ কেউ বলেন, 'যার সামান্য কিছু আছে।' মিসকিন দ্বারা দুর্বল ব্যক্তিও উদ্দেশ্য হতে পারে। মিসকিন শব্দের মধ্যে ফকিরও নিহিত। বরং অনেকে মনে করেন, সাহায্য বিচারে ফকির তো মিসকিনদের থেকেও অগ্রগণ্য।

كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ অর্থাৎ তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী, তাদের দায়িত্ব ও ব্যয়ভার বহনকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে ফিরে আসা গাজির মতো। কারণ অর্থ-সম্পদ মানুষের প্রাণের অর্ধেক। মানুষ তো তার নিজের সম্পদকে আঁকড়ে ধরে রাখে। অন্যদিকে মিসকিন ও বিধবাদের জন্য দানকারী নিজের মনের বিরুদ্ধে গিয়ে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দান করে।[১১৯]

---

১১৮. সহিহুল বুখারি : ৫৩৫৩
১১৯. শারহু মুসলিম : ১৮/১১২

প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ

'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। সদ্ব্যবহার করো পিতা-মাতার সাথে এবং নিকটাত্মীয়, এতিম-মিসকিন, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথি, মুসাফিরের সাথেও...।'[১২০]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদত ও পিতা-মাতা, এতিম, রেহম-সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে প্রতিবেশীর হককেও উল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রতিবেশীর অধিকারের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়।

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

'জিবরিল আ. আমাকে প্রতিবেশীর বিষয়ে এত বেশি উপদেশ দিতে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত আমার ধারণা হচ্ছিল, হয়তো তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বনিয়ে দেবেন।'[১২১]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

---

১২০. সুরা আন-নিসা : ৩৬
১২১. সহিহুল বুখারি : ৬০১৫, সহিহু মুসলিম : ২৬২৫

'যে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে।'[১২২] অন্য বর্ণনায় আছে : فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ 'সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করে।'[১২৩]

সাইদ ﷺ আবু শুরাইহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন :

وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

'আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়; আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়; আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়।' বলা হলো, 'হে আল্লাহর রাসুল, কে মুমিন নয়?' তিনি বললেন, 'যার প্রতিবেশী তার অন্যায় আচরণ থেকে নিরাপদ থাকে না।'[১২৪]

بَوَايِقه শব্দটি بائقة শব্দের বহুবচন। بائقة হচ্ছে—জুলম, মন্দ আচরণ, ধ্বংসাত্মক কোনো কিছু।

প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত হলো, তাকে বিপদের সময় সান্ত্বনা দেওয়া। সুখের সময় তাকে অভিবাদন জানানো। অসুস্থতায় তার সেবা করা। সালাম দিয়ে কথা শুরু করা। সাক্ষাতের সময় চেহারা হাস্যোজ্জ্বল রাখা। দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের পথের দিশা দেওয়া। এ ছাড়াও এ ধরনের অন্যান্য সকল কল্যাণকর কাজ প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত।

মুজাহিদ ﷺ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ-এর পরিবারে একদা একটি বকরি জবাই করা হলো। তিনি যখন আসলেন, তখন বললেন, 'আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে এখান থেকে হাদিয়া দিয়েছ? আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিয়েছ? আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "জিবরিল আ. আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত বেশি উপদেশ দিচ্ছিলেন শেষ পর্যন্ত আমার ধারণা হতে লাগল, হয়তো তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দেবেন।"'[১২৫]

---

১২২. সহিহুল বুখারি : ৬০১৯
১২৩. সহিহ মুসলিম : ৪৭
১২৪. সহিহুল বুখারি : ৬০১৬
১২৫. সুনানু আবি দাউদ : ৫১৫২, সুনানুত তিরমিজি : ১৯৪৩

স্ত্রী-সন্তানদের জন্য ব্যয় করা

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

'যে দিনার আল্লাহর রাহে ব্যয় করবে, যে দিনার গোলাম আজাদের জন্য তুমি ব্যয় করবে, যে দিনার মিসকিনকে তুমি সদাকা করবে এবং যে দিনার নিজ পরিবারের জন্য তুমি ব্যয় করবে—এই সকল দিনারের মধ্যে সবচেয়ে অধিক প্রতিদান হচ্ছে, যে দিনার পরিবারের জন্য খরচ করা হয়েছে সে দিনারে।'[১২৬]

কা'ব বিন আজযা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ : لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ

'নবিজি ﷺ-এর পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করছিল। লোকটি সাহাবিদের দেখল অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধৈর্যের সাথে বসে আছে। সাহাবিগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, যদি এই লোকটি আল্লাহর রাস্তায় হতো!" রাসুল ﷺ বললেন, "যদি সে তার ছোট সন্তানদের জন্য উপার্জনে বের হয়, তাহলে সে আল্লাহর রাস্তায়।

১২৬. সহিহ মুসলিম : ৯৯৫

যদি সে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য উপার্জনে বের হয়, তাহলেও সে আল্লাহর রাস্তায়। যদি নিজেকে পবিত্র করার জন্য চেষ্টা করে, তাহলেও সে আল্লাহর রাস্তায়। আর যদি সে লৌকিকতা ও অহংকারের জন্য বের হয়, তাহলে সে শয়তানের রাস্তায় আছে।'"[১২৭]

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَاكِ لَكِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}

'নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি থেকে অবসর হলে আত্মীয়তার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে বলল, "এটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর জায়গা?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ। তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, যে তোমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করব? আর যে, তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব?" সে বলল, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "তাহলে এটা তোমার জন্য।" তারপর রাসুল ﷺ বললেন, "তোমরা চাইলে পড়তে পারো, "যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে সম্ভাবনা রয়েছে তোমরা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। তারা তো এমন সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দিয়েছেন। তাই তিনি তাদের

---

১২৭. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ২৮২

বধির ও অন্ধ করে দিয়েছেন। তারা কি কুরআন বোঝে না, নাকি তাদের অন্তরে তালা পড়ে গেছে?"'[১২৮]

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

قَالَ اللهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ، شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ

'আল্লাহর তাআলা বলেন, "আমি রহমান। আত্মীয়তার সম্পর্ক হচ্ছে রহিম। এ নামটি আমি আমার একটি নাম থেকে নির্গত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি এ সম্পর্ককে সংযুক্ত রাখবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে এ সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।"'[১২৯]

নববি ﷺ বলেন :

'আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার অর্থ হচ্ছে, অবস্থা ও সামর্থ্যানুযায়ী আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করা। কখনো তা হয় সম্পদের মাধ্যমে। কখনো সেবার মাধ্যমে। কখনো হয় তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে, তাদের সালাম দেওয়ার মাধ্যমে এবং কখনো অন্যান্য কাজের মাধ্যমে।'[১৩০]

মুসলমানদের খোঁজ-খবর নেওয়া

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ

১২৮. সহিহু মুসলিম : ২৫৫৪
১২৯. সুনানু আবি দাউদ : ১৬৯৪
১৩০. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ২/২০১

'এ দান সেসব গরিব লোকের জন্য, যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে; জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয় তারা। না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে তাদের চিহ্ন দ্বারা। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে ভিক্ষা চায় না। আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করো, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী।'[১৩১]

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যাদের সাহায্যের অনেক বেশি প্রয়োজন। কিন্তু তাদের পবিত্র আত্মা তাদেরকে মানুষের কাছে হাত পাততে নিষেধ করে। এ জন্যই সালিহিন সর্বদা গুরুত্বের সাথে তাদের মুসলিম ভাইদের খোঁজ-খবর রাখতেন। রাসুল ﷺ-ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাদের এমনই আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ

'সে মুমিন নয়, যে তৃপ্তিসহকারে ভক্ষণ করে, আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।'[১৩২]

আমাদের সালাফের অবস্থা এমন ছিল—তাদের একজন অপরজনকে হাদিয়া দিতেন। এরপর তিনি তার প্রতিবেশীকে সেটি পাঠাতেন। তিনি তার প্রতিবেশীকে পাঠাতেন। এভাবে এক প্রতিবেশী থেকে অপর প্রতিবেশীর হাত বদলাতে বদলাতে একই হাদিয়া দশ বারেরও বেশি হাত বদল হতো। অবশেষে ঘুরে ফিরে হাদিয়া প্রথম ব্যক্তির কাছে চলে আসত।

জনৈক ব্যক্তি তার কোনো এক বন্ধুর দরজায় এসে করাঘাত করল। বন্ধু বের হলেন। বললেন, 'কোনো প্রয়োজনে এসেছ?' সে বলল, 'আমার চারশ দিরহাম ঋণ আছে।' এ কথা শুনে তার বন্ধু তাকে চারশ দিরহাম দিলেন। চারশ দিরহাম দেওয়ার পর বন্ধু কাঁদতে কাঁদতে ঘরে এলেন। এ দেখে তার স্ত্রী বললেন, 'তোমার সমস্যা হলে তাকে দিরহামগুলো দিয়েছ কেন?' স্ত্রীর

১৩১. সুরা আল-বাকারা : ২৭৩
১৩২. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১২৭৪১

কথা শুনে তিনি বললেন, 'তুমি যা ভাবছ, আমি সে জন্য কাঁদছি না। আমি কাঁদছি এ জন্য যে, আমি তার খবর নেইনি বিধায় সে আমার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছে।'

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

'ইমানের প্রায় ৭০ টি বা ৬০ টিরও অধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর লজ্জা ইমানের অঙ্গ।'[১৩৩]

আবু জার গিফারি ﵁ রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ

'আমার উম্মতের ভালো খারাপ সকল আমলকে আমার সামনে উপস্থাপন করা হলো। আমি উত্তম আমলগুলোর মধ্যে দেখেছি—রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর মন্দ আমলের মধ্যে দেখেছি—মসজিদের মধ্যে কফ-শ্লেষ্মা ফেলা, যা দাফন করা হয় না।'[১৩৪]

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَذَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ

১৩৩. সহিহ মুসলিম : ৩৫
১৩৪. সহিহ মুসলিম : ৫৫৩

'একদা এক লোক রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। সে পথে একটি কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল দেখতে পেল। ডালটি ধরে ফেলে দিয়ে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। এ কাজের ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।'[১৩৫]

মানুষকে এমন কাজের মাধ্যমেও সাহায্য করা, যা দেখতে ছোট কিন্তু আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান অনেক বেশি

মুমিনদের জন্য কোনো ধরনের কল্যাণকর আমলকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। হোক তা অতি ছোট। আবু জার গিফারি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

'আমাকে নবিজি ﷺ বলেছেন, "কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছজ্ঞান কোরো না; যদিও তা হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে মিলিত হওয়া।"'[১৩৬]

কোনো মুসলমান যেন যেকোনো ধরনের উপকারী আমলকে অবজ্ঞা না করে; যদিও তা হোক মসজিদ পরিষ্কার করার মতো স্বল্প পরিশ্রমের কাজ। দেখতে সামান্য কিছু হলেও ইসলামে এর প্রতিদান অনেক বড়।

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন :

أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - أَوْ شَابًّا - فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنْهُ - فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي، قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا - أَوْ أَمْرَهُ - فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ

১৩৫. সহিহুল বুখারি : ৬৫২, সহিহু মুসলিম : ১৯১৪
১৩৬. সহিহু মুসলিম : ২৬২৬

'এক কালো মহিলা (অথবা যুবক) মসজিদ পরিষ্কার করতেন। একদা রাসুল ﷺ তাকে না দেখে তার ব্যাপারে সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন, "সে তো মারা গেছে।" এ কথা শুনে রাসুল ﷺ বললেন, "তোমরা আমাকে জানালে না কেন?"' বর্ণনাকারী বলেন, 'সাহাবিগণ কেমন যেন তাঁর কাজটিকে ছোট মনে করল। অতঃপর রাসুল ﷺ বললেন, "আমাকে তার কবরটি দেখিয়ে দাও।" সাহাবায়ে কিরাম তার কবরের সন্ধান দিলে রাসুল ﷺ সেখানে গেলেন। অতঃপর তার কবরকে সামনে রেখে জানাজা পড়লেন। তারপর বললেন, "এই কবরগুলো কবরবাসীর জন্য অন্ধকারময়। আর তাদের ওপর আমার জানাজা পড়ার দ্বারা আল্লাহ তাআলা এগুলোকে তাদের জন্য আলোকিত করে দেবেন।"'[১৩৭]

ইমাম নববি রহ. বলেন :

تَقُمُّ الْمَسْجِدَ তথা মসজিদে ঝাড়ু দিতেন। أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي তথা তোমরা আমাকে জানাওনি কেন?

সৎভাবে যেকোনো কাজের মাধ্যমে মানুষের উপকার করা, যদিও তা একটি বাক্য দ্বারাও হয়

মুআবিয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ نَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى بِهَا

'যদি তুমি মানুষের গোপন বিষয় নিয়ে খোঁজাখুঁজি করো, তাহলে হয়তো তাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উপক্রম হবে।' অতঃপর আবু দারদা রা. বলেন, 'মুআবিয়া রা. রাসুল ﷺ-এর কাছ থেকে একটি বাক্য শুনেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সেই বাক্য দ্বারা উপকৃত করেছেন।'[১৩৮]

---

১৩৭. সহিহ মুসলিম : ৯৫৬
১৩৮. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৮৮

আওনুল মাবুদ গ্রন্থে এসেছে :

'অর্থাৎ যদি তোমরা কেউ অন্য লোকের গোপন-প্রকাশ্য দোষ-ত্রুটি খোঁজাখুঁজি করো, তারপর তা ফলাও করে প্রচার করো, তাহলে তারাও তোমার ব্যাপারে লজ্জা হারিয়ে ফেলবে। এরপর তারা প্রকাশ্যেই এমন সকল গুনাহ করতে থাকবে।'[১৩৯]

দুআর মাধ্যমেও মানুষের উপকার করা সম্ভব

আবু দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন :

مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ

'যে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দুআ করে, তখন তার ওপর নিয়োজিত ফেরেশতা বলেন, "আমিন, তোমার জন্যও অনুরূপ।"'[১৪০]

পথ দেখানোর মতো কাজ হলেও উপকার করা

বারা বিন আজিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا، فَاهْدُوا السَّبِيلَ، وَرُدُّوا السَّلَامَ، وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ

'একদা রাসুল ﷺ আনসারদের একটি মজলিশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, "তোমরা যদি এখানে বসবেই, তাহলে মানুষকে রাস্তা দেখিয়ে দাও; সালামের উত্তর দাও এবং মাজলুমকে সাহায্য করো।"'[১৪১]

ইসলামে উপকারের বিধান শুধু মানুষের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা প্রাণিকুল পর্যন্ত বিস্তৃত। তাদের যথাসম্ভব পানি পান করানো, শান্তিতে থাকতে দেওয়া—এসব কিছুর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদান দান করবেন।

---

১৩৯. আওনুল মাবুদ : ৩/১৯৫
১৪০. সহিহ মুসলিম : ২৭৩২
১৪১. মুসনাদু আহমাদ : ১৮৫৯০

প্রাণিকুলের প্রতি সদয় হওয়া

মুসলমানদের কল্যাণ হচ্ছে শান্তিময় প্রবাহিত বাতাসের ন্যায়, যা দ্বারা সকল মাখলুক উপকৃত হতে পারে; এমনকি জীবজন্তুও।

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَى الكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

'একদা রাস্তা দিয়ে জনৈক ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছিল। পিপাসায় তার প্রাণ ওষ্ঠাগত। পাশে একটি কূপ পেয়ে সেখানে নেমে সে পানি পান করে নিল। কূপ থেকে উঠে দেখল—একটি কুকুর পিপাসায় হাঁপাচ্ছে আর মাটি চাটছে। লোকটি মনে মনে বলল, কিছুক্ষণ আগে তৃষ্ণায় আমার যে অবস্থা হয়েছিল, এই কুকুরটিরও একই অবস্থা হয়েছে। সে আবার কূপে নেমে তার মোজায় পানি ভর্তি করে মুখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে ওপরে উঠে আসলো। অতঃপর কুকুরটিকে পান করালো। অতঃপর সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করল। ফলে আল্লাহ তাআলা লোকটিকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবিগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, এসব চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলে আমাদেরও সাওয়াব হবে?" তিনি বললেন, "জীবন্ত কলিজাধারী প্রত্যেক প্রাণীর উপকারের ক্ষেত্রে উত্তম প্রতিদান রয়েছে।"'[১৪২]

নববি ﵀ বলেন, '(فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ) এই কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : যেকোনো জীবিত প্রাণিকে পানি পান করালে বা এমন কিছু দ্বারা তার উপকার করলে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা অনেক প্রতিদান দান করবেন।'[১৪৩]

---

১৪২. সহিহুল বুখারি : ২৩৬৩, সহিহ মুসলিম : ২২৪৪
১৪৩. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ১৪/২৪১

কতক আলিমের মতে :

অতিশয় তৃষ্ণার্ত সে কুকুরকে পানি পান করানোর ফলে যেহেতু আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাহলে আল্লাহ সেই মুসলিমকে কেমন প্রতিদান দেবেন, যে পিপাসার্ত মানুষকে পানি পান করায়, ক্ষুধার্তকে আহার দান করে, বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান করে?

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدُ حَرِيٍّ مِنْ جِنٍّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا طَائِرٍ إِلَّا آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

'যদি কেউ কূপ খনন করে, তা থেকে কোনো অনুকূল (তৃষ্ণার্ত) প্রাণী—জিন, মানুষ, পাখি ইত্যাদি পান করে, আল্লাহ তাআলা তাকে এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন প্রতিদান দান করবেন।'[১৪৪]

উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন :

لو عثرت بغلة بالعراق، لسألني الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة

'যদি ইরাকে একটি খচ্চরও হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আমাকে এর জন্য জিজ্ঞেস করবেন।'[১৪৫]

১৪৪. সহিহু ইবনি খুজাইমা : ১২৯২
১৪৫. আনসাবুল আশরাফ : ৩/৩০৯

মৃত্যুর পর যা অবশিষ্ট থাকবে

প্রথমত, ইমান ও সৎ কাজ

কোনো বান্দা ইনতিকালের পর তার ইমান ও নেক আমল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সে মৃত্যুর পর এর মাধ্যমেই উপকৃত হতে পারবে। ইমান ও নেক আমলের কিছু ফলাফল :

১. নেককার ব্যক্তি ফেরেশতা ও মুমিনদের দুআর মাধ্যমে উপকার লাভ করবে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ - رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

'যারা আরশ বহন করে এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদের ক্ষমা করে দিন এবং জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদের দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদের দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। আর আপনি তাদেরকে অকল্যাণ থেকে

রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করলেন। এটাই মহাসাফল্য।"'[১৪৬]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

'(আর এই সম্পদ তাদের জন্য) যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ও ইমানে অগ্রবর্তী আমাদের ভাইদের ক্ষমা করে দিন এবং ইমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু।'[১৪৭]

আর মুসলমানরা তো প্রত্যেক নামাজেই আল্লাহর নেককার বান্দাদের জন্য সকল মন্দ ও অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তার দুআ করে থাকে—السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ 'শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের ওপর এবং শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর।'[১৪৮]

২. সন্তানের নিরাপত্তাবিধান

পিতা-মাতার ইমান ও নেক আমলের ফলে সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

'আর প্রাচীরের ব্যাপার—সেটি ছিল নগরের দুজন পিতৃহীন বালকের। এর নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন। তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।'[১৪৯]

---

১৪৬. সুরা গাফির : ৭-৯
১৪৭. সুরা আল-হাশর : ১০
১৪৮. সহিহুল বুখারি : ৮৩১
১৪৯. সুরা আল-কাহফ : ৮২

এই দুই বালকের পিতার সততার ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের হিফাজত করেছেন, তাদের সম্পদকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন।[১৫০]

দ্বিতীয়ত, উত্তম আদর্শ

উত্তম আদর্শ মৃত্যুর পর অবশিষ্ট থাকে। যে উত্তম আদর্শ দেখিয়ে যায়, সে মৃত্যুর পরে এর সাওয়াব পেতে থাকে। জারির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

'যে ইসলামের মধ্যে কোনো উত্তম আদর্শের প্রচলন করবে, অতঃপর সেই অনুযায়ী পরবর্তীকালে আমল করা হবে, তাহলে যে ব্যক্তি আমল করবে তার অনুরূপ সাওয়াব প্রচলনকারীর আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে। তার সাওয়াব-প্রাপ্তি আমলকারীদের সাওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করবে না। আর যে ইসলামে কোনো খারাপ আদর্শের প্রচলন করবে, অতঃপর সেই অনুযায়ী পরবর্তীকালে আমল করা হবে, তাহলে তদনুযায়ী আমলকারীর সমান পাপ তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে এবং তার এ পাপ-অর্জন আমলকারীদের পাপ থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করবে না।।'[১৫১]

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

১৫০. তাফসিরুস সাদি : ৪৮২
১৫১. সহিহ মুসলিম : ১০১৭

'যে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে, যে তার অনুসরণ করবে তার অনুরূপ প্রতিদান আহ্বানকারীকেও দেওয়া হবে। তার এ প্রতিদান-প্রাপ্তি আমলকারীদের প্রতিদান থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করবে না। আর যে পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, যে তার অনুসরণ করবে অনুরূপ গুনাহ আহ্বানকারীরও হবে। তার পাপ-অর্জন অনুসরণকারীদের পাপ থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করবে না।'[১৫২]

ইমাম নববি ﷺ বলেন :

"مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى..." এবং "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً..." এই হাদিস দুটির মধ্যে এ কথা স্পষ্ট যে, ইসলামের মধ্যে ভালো কোনো পদ্ধতির প্রচলন ঘটানো মুসতাহাব এবং খারাপ কিছুর প্রচলন ঘটানো হারাম। আর যে লোক ভালো কিছুর প্রচলন করবে, তাহলে যতজন তার সেই কাজের অনুসরণ করবে, কিয়ামত পর্যন্ত সে তার সাওয়াব পেতে থাকবে; আর যে খারাপ কিছুর প্রচলন করবে, কিয়ামত পর্যন্ত যারাই তার অনুসরণ করবে, তার জন্য তাদের অনুরূপ পাপ লিপিবদ্ধ হতে থাকবে।

আর যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে আহ্বান করবে, তার এ হিদায়াতের অনুসরণকারী প্রত্যেকের সমান প্রতিদান সে পাবে। অন্যদিকে যদি কেউ পথভ্রষ্টতার দিকে ডাকে, তবে তার দ্বারা আহ্বানকৃত এ পথভ্রষ্টতার প্রত্যেক অনুসারীর সমান পাপ তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে। চাই এ হিদায়াত বা পথভ্রষ্টতার কাজটি সে নিজে শুরু করুক অথবা সে উক্ত কাজে অগ্রগামী থাকুক, যাকে অনুসরণ করে অন্যরাও আসে। সেটা হতে পারে কোনো ইলম শেখানো বা ইবাদত কিংবা আদব অথবা অন্য কিছু। রাসুল ﷺ-এর বাণী فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ-এর অর্থ হচ্ছে, সে ব্যক্তি উক্ত কাজের প্রচলন করার পর তার জীবদ্দশায় তদনুযায়ী আমল করা হোক বা তার মৃত্যুর পর তদনুযায়ী আমল করা হোক—সে তার প্রতিদান পেতে থাকবে।[১৫৩]

---

১৫২. সহিহ মুসলিম : ২৬৭৪
১৫৩. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ১৬/২২৬

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ

'ফলে কিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় নিজেদের ও যাদেরকে তারা অজ্ঞতাহেতু বিপথগামী করেছে তাদেরও পাপভার বহন করবে। শুনে নাও, তারা যা বহন করে তা খুবই নিকৃষ্ট বোঝা।'[১৫৪]

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

'যখনই কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে, তার অপরাধের একটি অংশ বনি আদমের প্রথম হত্যাকারীর ওপর আরোপিত হবে। কারণ সে-ই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন করেছে।'[১৫৫]

তৃতীয়ত, উপকারী ইলম, সদাকায়ে জারিয়া এবং পিতা-মাতার জন্য দুআরত নেক সন্তান

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

'মানুষ মারা গেলে তিনটি আমল ব্যতীত তার অন্য সকল আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। (আমল-তিনটি হলো) : সদাকায়ে জারিয়া, এমন ইলম যা উপকারে আসে এবং তার জন্য দুআকারী তার নেক সন্তান।'[১৫৬]

---

১৫৪. সুরা আন-নাহল : ২৫
১৫৫. সহিহুল বুখারি : ৩৩৩৫
১৫৬. সহিহ মুসলিম : ১৬৩১

নববি ﷺ বলেন :

'উলামায়ে কিরামের মতে এই হাদিসের মর্মার্থ হলো, মৃত্যুর সাথে সাথেই মৃত ব্যক্তির সকল আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। নতুন করে তার পাথেয় আসা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে এই তিনটি পদ্ধতিতে তার আমল জারি থাকবে। কারণ এ তিনটি তখনও জারি থাকবে। সন্তান তার অর্জন, যাকে সে দ্বীন শিক্ষা দিয়ে নেককার সন্তানে রূপান্তর করেছে। এমনিভাবে যেই ইলম সে শিক্ষা দিয়েছে, তার মৃত্যুর পর অন্যরা সে ইলম শিখিয়ে যাচ্ছে অথবা তা রচনা করে যাচ্ছে। একইভাবে সদাকায়ে জারিয়াও। এটা আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফকৃত সম্পদের ন্যায়।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, কেউ যদি নেক সন্তানের আশায় বিবাহ করে, তাহলে এতেও অনেক ফজিলত রয়েছে। মানুষের অবস্থার ভিন্নতা অনুযায়ী এ ফজিলত ভিন্ন হয়। এ ফজিলতের বর্ণনা বিবাহ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। উপরোক্ত হাদিসে ওয়াকফ সহিহ হওয়া, তার বিরাট প্রতিদান, ইলমের ফজিলত ও এ কাজ বেশি বেশি করার প্রতি উৎসাহও দেওয়া হয়েছে। এখানে ইলম শেখানো, রচনা করা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে ইলমের উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই উচিত হবে সবচেয়ে বেশি উপকারী ইলমের শাখাকে নির্বাচন করা। এরপর তার পরবর্তী উপকারী শাখাকে নির্বাচন করা।

তা ছাড়া এই হাদিস থেকে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করলে তার কাছে সেটা পৌঁছে। একইভাবে সদাকা ও ঋণ পরিশোধের সাওয়াবও তার কাছে পৌঁছে।[১৫৭]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ ইলমের ফজিলত সম্পর্কিত এই হাদিস সম্পর্কে বলেন :

'আমরা ইলম ও আলিমের ফজিলত সম্পর্কে ভিন্ন একটি কিতাবে ২০০টি দলিল উল্লেখ করেছি। কারণ ইলমের ফজিলত ঢের বেশি। প্রশংসনীয় কাজের মধ্যে এর স্থান অন্যতম। তাই যে ব্যক্তি ইলম নিয়ে মশগুল হবে, তা দুনিয়ার জীবনে তার যেমন কাজে আসবে, তেমনই আখিরাতেও

১৫৭. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ১১/৮৫

উপকারে আসবে। কবরে থাকাবস্থায় সে এর সাওয়াব পেতে থাকবে। তার শেখানো এ ইলম বিস্তৃত হবে, বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হবে, বিভিন্ন কাগজে লিপিবদ্ধ হয়ে প্রচার-প্রসার হতে থাকবে। প্রতিটি সময়েই তার আমলনামায় নেকি লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। কতই না সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী ইলমের বাহকগণ! যখন তার সকল আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, তখনও সে সর্বদা উত্তম প্রতিদান পেতে থাকবে। বিনা হিসাবে সাওয়াব পেতে থাকবে। আল্লাহর কসম! এটা সম্মান ও অনুপম গনিমত। তাই এই মহৎ কাজে যেন প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে। যদি কাউকে হিংসা করতে হয়, তবে ইলমের জন্য যেন হিংসা করে। এটি অবশ্যই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আর তিনি তো মহাঅনুগ্রহের মালিক।

এ স্তরের অধিকারী হতে হলে, আগ্রহী ব্যক্তির প্রাণ সর্বদা ইলমের প্রতি নিবদ্ধ রাখতে হবে, প্রতিযোগিতার সাথে সামনে এগিয়ে যেতে হবে, পরিপূর্ণ সময় ব্যয় করতে হবে, সকল আগ্রহ সেই দিকে নিবদ্ধ করতে হবে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি—যাঁর হাতে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি—তিনি যেন আমাদের জন্য তার রহমতের ভান্ডার উন্মুক্ত করে দেন, আমাদের ইলমের মহাগুণে গুণান্বিত হওয়ার সুযোগ করে দেন। আমাদের এমন আলিম হওয়ার তাওফিক দান করেন, যাদেরকে আসমান-জমিনে মহামর্যাদাশীল বলে অভিহিত করা হয়। আর তিনিই তো সকল রহমতের মালিক। সালাফের মধ্যে কেউ একজন বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে, তদনুযায়ী আমল করে এবং অন্যকে শিক্ষা দান করে—তাকে আসমানে মহান বলে অভিহিত করা হয়।'[১৫৮]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَنَّى هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

'জান্নাতে এক শ্রেণির মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সেই লোকগুলো বলবে, "এই মর্যাদা কোথা হতে এসেছে?" অতঃপর

১৫৮. তরিকুল হিজরাতাইন : ৫২১

তাকে বলা হবে, "তোমার জন্য তোমার সন্তান ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাই এই মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।"'[১৫৯]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

'মৃত্যুর পরেও মুমিন ব্যক্তির যেই আমল ও পুণ্য তার আমলনামায় পৌঁছবে, তা হলো, এমন ইলম যা সে অন্যকে শিখিয়েছে এবং প্রসার করেছে। এমন সন্তানের পক্ষ থেকে আসা পুণ্য, যাকে সে রেখে গেছে। এমন কুরআনে কারিম যা সে কাউকে দিয়ে গেছে। এমন মসজিদ যা সে নির্মাণ করেছে। অথবা এমন ঘর যা সে পথিকদের জন্য নির্মাণ করেছে। এমন খাল যা সে খনন করেছে। অথবা এমন সদাকা যা সে তার জীবদ্দশায় সুস্থাবস্থায় দান করেছে। এগুলো তার মৃত্যুর পর উপকারে আসবে।'[১৬০]

হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে, وَنَشَرَهُ 'এবং ইলম প্রসার করেছে।' ইলম প্রসার করা ইলম শিক্ষা দেওয়ার চেয়েও ব্যাপক। এর মধ্যে অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে নানা ধরনের কিতাব রচনা ও ওয়াকফ করা ইলম প্রচারের অন্যতম পদ্ধতি।

সিন্দি ﷺ বলেন :

«وَلَدًا» : সন্তানকে আমল ও ইলম শিক্ষা দেওয়ার চেয়েও বেশি উত্তম মনে করা হয়। কেননা, বাবা-মা হচ্ছে সন্তান দুনিয়াতে আসার একমাত্র মাধ্যম। আর তারাই সন্তানের হিদায়াত ও সঠিক পথে পরিচালনার মূল কারণ।

---

১৫৯. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৬৬০

১৬০. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৪২

যেমনই অসৎ সন্তানকে মূল আমল বলে অবহিত করা হয়েছে। যেমন কুরআনে এসেছে : عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ [(নিশ্চয়ই এটি) অসৎকর্ম]।

«مُصْحَفًا وَرَّثَهُ» : এটি তার উত্তরাধিকার থেকে। তথা সে উত্তরাধিকার হিসেবে এটি রেখে গেছে। এটি এবং হাদিসে বর্ণিত পরবর্তীগুলো হাকিকি বা হুকমিভাবে সদাকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। সে হিসেবে বলা যায়, এ হাদিসটি انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ হাদিসের ব্যাখ্যাস্বরূপ।

«وَرَّثَهُ» : অর্থাৎ উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে; যদিও মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

«مَسْجِدًا بَنَاهُ» : 'মসজিদ নির্মাণ' বলতে বোঝানো হয়েছে, মসজিদ ও আলিমদের ইলমি প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসা।

«بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ» : তথা মুসাফির ও ভিনদেশিদের জন্য তৈরিকৃত ঘর।

«نَهْرًا أَجْرَاهُ» : 'প্রবহমান নদী' দ্বারা বোঝানো হয়েছে এমন নদী, কূপ ইত্যাদি যা সে সৃষ্টির উপকারের জন্য খনন করে দিয়েছে।

«فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ» : 'সুস্থাবস্থায় ও জীবদ্দশায়' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে নিজের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য বহাল থাকা অবস্থায়, প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এবং তা থেকে উপকার লাভের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সেই সম্পদ দান করেছে। এর প্রতি হাদিসেও উৎসাহ পাওয়া যায় যে, এমন অবস্থায় কৃত সদাকা সর্বোত্তম সদাকা। একটি হাদিসে রাসুল ﷺ-এর জবাব থেকে এ বিষয়টি বোঝা যায়। এক লোক রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, 'কোন সদাকা সবচেয়ে উত্তম?' তিনি উত্তর দিলেন : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ... 'তুমি সুস্থাবস্থায় সম্পদের প্রতি প্রয়োজন অনুভব করা সত্ত্বেও তা দান করা সদাকা।' অন্যথায় সদাকাটি সদাকায়ে জারিয়া হতে এ শর্তটি পূরণ করা আবশ্যক নয়।[১৬১]

---

১৬১. মিরকাতুল মাফাতিহ : ১/৪৪২

আবু উমামা বাহিলি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

أَرْبَعَةٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ: مُرَابِطٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أُجْرِيَ لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَهُوَ يَدْعُو لَهُ

'মৃত্যুর পর চারটি বিষয়ের প্রতিদান জারি থাকে। আল্লাহর রাস্তায় প্রহরার সাওয়াব। যে কোনো নেক আমল করে, তার অনুরূপ কেউ আমল করলে তার সাওয়াব তার জন্য জারি করে দেওয়া হবে। যে কোনো সদাকা করবে, তার সদাকা যতদিন জারি থাকবে, ততদিন সে সাওয়াব পেতে থাকবে। আর যে নেক সন্তান রেখে যায় আর সন্তান তার জন্য দুআ করে।'[১৬২]

চতুর্থত, মানুষকে ভালো কাজের জন্য প্রস্তুত করা

আপনার চিন্তা-ভাবনা যেন এমন হয় যে, আপনি নিজ প্রচেষ্টায় নিজের চেয়েও ভালো কিছু নেককার মানুষ তৈরি করে যাবেন। এটাই কুরআনের পথ-নির্দেশনা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

'আর আমি মুসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরও দশ যোগ করে। এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মুসা তাঁর ভাই হারুনকে বলেছিলেন, "আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসেবে থাকো। তাদের সংশোধন করতে থাকো এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ কোরো না।"'[১৬৩]

---

১৬২. মুসনাদু আহমাদ : ২২২৪৭
১৬৩. সুরা আল-আরাফ : ১৪২

সুন্নাহর নির্দেশনাও এমনই—

فَقَدْ أَتَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدِينِي، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ

'এক মহিলা রাসুল ﷺ-এর দরবারে এসে কোনো একটি বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলেছেন। রাসুল ﷺ তাকে একটি কাজের আদেশ করলেন। তখন মহিলাটি বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, যদি আপনাকে না পাই? (তাহলে কী করব?)" রাসুল ﷺ বললেন, "আমাকে না পেলে আবু বকরের নিকট আসবে।"'[১৬৪]

হুমাইদি রহ. ইবরাহিম বিন সাআদ রহ.-এর সূত্রে বৃদ্ধি করে বলেন, কেমন যেন এ মহিলা মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন।

রাসুল ﷺ মুতার যুদ্ধে জাইদ বিন হারিসা রা.-কে আমির নির্বাচন করলেন এবং বললেন :

إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وعقد لهم لواء أبيض، ودفعه إلى زيد بن حارثة

'যদি জাইদ শহিদ হয়, তাহলে জাফর দায়িত্ব নেবে। যদি জাফর শহিদ হয়, তাহলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ দায়িত্ব নেবে। তাদের জন্য একটি সাদা পতাকা নির্বাচন করে রাসুল ﷺ তা জাইদ বিন হারিসা রা.-এর কাছে অর্পণ করলেন।'[১৬৫]

রাসুল ﷺ যখনই কোনো যুদ্ধে বের হতেন, তখন তিনি মদিনায় কোনো একজন সাহাবিকে নিযুক্ত করে যেতেন। তাদের সংখ্যা ১১ জনেরও বেশি—সা'দ বিন উবাদা রা., জাইদ বিন হারিসা রা., বশির বিন আব্দুল মুনজির রা., সিবা' আল-গিফারি রা., উসমান বিন আফফান রা., ইবনে উম্মে মাকতুম রা.,

১৬৪. সহিহুল বুখারি : ৭৩৬০
১৬৫. সহিহুল বুখারি : ৪২৬১

আবু জার গিফারি ﷺ, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাই ﷺ, নুমাইলা আল-লাইসি ﷺ, কুলসুম বিন হুসাইন ﷺ, মুহাম্মাদ মাসলামা ﷺ প্রমুখ।

আলকামা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-এর সাথে বসে ছিলাম। খাব্বাব ﷺ এসে বললেন, 'ওহে আবু আব্দুর রহমান, আপনি যেভাবে তিলাওয়াত করেন, এই যুবকেরা সেভাবে তিলাওয়াত করতে পারে?'

তিনি বললেন, 'আপনি ইচ্ছা করলে এদের কাউকে আপনাকে পড়ে শুনাতে বলেন।'

খাব্বাব ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ। হে আলকামা, তুমি পড়ো।'

আলকামা বলেন, 'আমি সুরা মারইয়ামের ৫০ আয়াত পাঠ করলাম।

অতঃপর ইবনে মাসউদ ﷺ বললেন, "কেমন মনে করছেন?"

খাব্বাব ﷺ বললেন, "সুন্দর পড়েছে।"

আব্দুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি যা-ই পড়ি, সেও তা-ই পড়ে।"'[১৬৬]

সিয়ার গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আলকামা ﷺ অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন।

আবু হামজা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাবাহ আবুল মুসান্নাকে বললাম, 'আপনি কি আব্দুল্লাহ ﷺ-কে দেখেননি?'

তিনি বললেন, 'দেখেছি তো বটেই। বরং আমি তার সাথে তিনবার হজ করেছি।'

তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ ﷺ ও আলকামা ﷺ লোকদের দুটি শ্রেণিতে দাঁড় করাতেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ﷺ একজনকে কিরাআত পড়ালেন এবং আলকামা ﷺ অন্য একজনকে কিরাআত শেখালেন। শেখানো শেষ হলে, তখন তারা শরিয়তের বিধানাবলি, হালাল, হারাম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতেন। যদি তুমি আলকামাকে দেখতে, তবে আব্দুল্লাহ ﷺ-কে না দেখাতে

---

১৬৬. সহিহুল বুখারি : ৪১৩০

তোমার কোনো অসুবিধে হতো না। কারণ তারা দুজন বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনে মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যশীল ছিলেন।

একইভাবে ইবরাহিম নাখয়িকে দেখলে আলকামাকে না দেখাতে তোমার কোনো ক্ষতি হতো না। তাদের দুজনেরও বৈশিষ্ট্যে বেশ মিল ছিল।[১৬৭]

আ'মাশ ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

'আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন ইবরাহিম ﵀ আমাকে একটি ফরজের ব্যাপারে বললেন, "এর হিফাজত করো। হয়তো তুমি এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"'[১৬৮]

আবু হানিফা ﵀ ও তাঁর ছাত্র আবু ইউসুফ ﵀

ইয়াকুব বিন ইবরাহিম আবু ইউসুফ আল-কাজি ﵀ বলেন :

'আমার বাবা আবু ইবরাহিম বিন হাবিব ﵀ আমার ছোটবেলায়ই ইনতিকাল করেন। আর আমাকে মায়ের কোলে রেখে গেলেন। মা আমাকে কোনো এক প্রাসাদে কাজ করার জন্য রেখে আসলেন। কিন্তু আমি প্রাসাদের কাজ ছেড়ে আবু হানিফা ﵀-এর ইলমি হালাকায় চলে যেতাম। সেখানে বসে তাঁর দরস মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতাম। আমার মা আমার পেছনে পেছনে আবু হানিফা ﵀-এর হালাকা পর্যন্ত আসতেন। তারপর হাত ধরে আমাকে আবার প্রাসাদের দিকে নিয়ে চলতেন। ইলমের প্রতি আমার আগ্রহ এবং মজলিসে নিয়মিত উপস্থিতির দরুন আবু হানিফা ﵀ আমার খোঁজখবর নিতেন। অবশেষে আমার মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে আসার দিন যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন তিনি আবু হানিফা ﵀-কে বললেন, "এই বাচ্চার ভ্রান্তির জন্য আপনিই দায়ী। এ একটি এতিম শিশু। তার কিছুই নেই। আমি আমার সুতা কাটার উপার্জনের অর্থ থেকে তার খাবারের ব্যবস্থা করি। আমার ইচ্ছা ছিল সে এক দানিক হলেও রোজগার করে নিজের উপকার করবে।" আবু হানিফা ﵀ তাকে বললেন, "হে অস্থিরচিত্তা মা! আপনি চলে যান। সে

১৬৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৪/৫৪
১৬৮. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি : ৪৮৫

এখানে শিখবে এবং পেস্তা বাদামে মিশ্রিত ফালুদা খাবে।" অতঃপর তিনি আবু হানিফা ﷺ-কে এ কথা বলতে বলতে চলে গেলেন যে, "আপনি হচ্ছেন একজন বুড়ো। আপনার মতিভ্রম হয়েছে, মাথাই বিগড়ে গেছে।" এরপর থেকে আমি তাঁর সাথে লেগে ছিলাম। ফলে আল্লাহ তাআলা আমাকে ইলম দিয়ে উপকৃত করেছেন এবং উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। এমনকি আল্লাহ আমাকে কাজির দায়িত্ব অর্পণ করলেন। আমি রশিদের সাথে বসতাম এবং তার সাথে তার দস্তরখানে খানা খেতাম। অতঃপর যখন মাঝে মাঝে বাদশাহ হারুনের কাছে ফালুদা আনা হতো, তখন তিনি আমাকে বলতেন, "হে ইয়াকুব, এখান থেকে খান। কারণ প্রতিদিন আমাদের জন্য এমন খাবার তৈরি করা হয় না।" আমি তাকে বললাম, "হে আমিরুল মুমিনিন! এটা কী? বাদশাহ বলল, এটা হচ্ছে পেস্তা বাদামের মিশ্রণে তৈরি ফালুদা।" এ কথা শুনে আমি হেসে উঠলাম। তিনি বললেন, "আপনি হাসছেন কেন?" আমি কিছু না বলে তার জন্য দুআর বাক্য উচ্চারণ করে বললাম, "ভালো, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন আমিরুল মুমিনিন।" তিনি বললেন, "ব্যাপারটি আমাকে বলুন।" তিনি শোনার জন্য জেদ ধরে বসলেন। এবার আমি তাকে সম্পূর্ণ ঘটনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুলে বললাম। তিনি শুনে আশ্চর্য হলেন এবং বললেন, "আমার জীবনের শপথ! ইলম মানুষকে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে এবং দুনিয়া-আখিরাতে প্রভূত উপকার দান করে। এরপর তিনি আবু হানিফার জন্য রহমতের দুআ করলেন এবং বললেন, "তিনি তাঁর বুদ্ধির চোখ দিয়ে এমন কিছু দেখতেন, যা সাধারণ চোখ দিয়ে দেখা যায় না।""[১৬৯]

একজন আলিম তাঁর ছাত্রদের যেভাবে ভবিষ্যতের কান্ডারি আলিম হিসেবে তৈরি করতে পারবেন

একজন আলিম অবশ্যই তার ছাত্রদের সূক্ষ্ম গবেষণা ও তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের উৎসাহ দেবেন। তারা শাইখের সামনে গভীর মনোযোগের সাথে এ গবেষণা পাঠ করবে। যেন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তা সমাধান করে নিতে পারে। যাতে তার এই জ্ঞান থেকে সকলেই উপকৃত হতে পারে।

---

১৬৯. তারিখু বাগদাদ : ১৪/২৫০

উস্তাজ ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে সমাধান জিজ্ঞেস করবেন এবং এর সঠিক উত্তর দিতে উৎসাহ দেবেন। তাদের মতামতগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবেন। কোনোভাবেই তা অবজ্ঞা করবেন না। যেমনিভাবে নবিজি ﷺ কখনো কখনো তাঁর সাহাবিদের বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করতেন।

ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ: أَخْبِرُونِي عَنْ شَجَرَةٍ، مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ... قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ النَّخْلَةُ»

'একদিন রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের বললেন, "আমাকে তোমরা এমন একটি গাছের কথা বলো—যার দৃষ্টান্ত একজন মুমিনের মতো...।" অতঃপর রাসুল ﷺ বলে দিলেন যে, সেটা হলো খেজুর গাছ।'[১৭০]

ছাত্রদের গবেষণা পদ্ধতি শেখানো, দলিলসংক্রান্ত পন্থা শেখানো, বিভিন্ন অভিমত নিয়ে আলোচনা করা, কাওয়ায়িদ প্রয়োগ করা, মূলনীতিকে শাখার ওপর প্রয়োগ করার পথ ও পদ্ধতি শেখানোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া—এগুলো শিক্ষকের কর্তব্য।

এভাবে যখন ছাত্ররা উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হবে, তখন শিক্ষকের কাজ হলো অন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তাদের শেখানো ও প্রস্তুত করা; তাদের যোগ্যতাকে শানিত করার জন্য প্রাথমিক ছাত্রদের দরস নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।

এরপর যখন তারা আরও ভালো স্তরে উন্নীত হবে, তখন তাদের কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া। এর ফলে ছাত্রের ব্যক্তিগত কিছু পুঁজি তৈরি হবে। যেমনটি সালাফের অনেকেই করেছেন। তারা ছাত্রদের ফতোয়া দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন : ইমাম মালিক, শাফিয়ি رحمه الله প্রমুখ সালাফ।

১৭০. সহিহুল বুখারি : ৪৬৯৮, সহিহ মুসলিম : ২৮১১

একজন শিক্ষক ছাত্রদের কখনো অন্ধ অনুসরণের শিক্ষা দেবেন না। বরং তাদেরকে যোগ্য নেতৃত্বের শিক্ষা দেবেন। কেননা, উম্মাহ আজ যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে আছে। আর এতেই রয়েছে তাদের ইহ ও পরকালীন সফলতা। এ জন্য সালাফের মধ্যে অনেককে দেখা যায় যে, তারা কখনো কখনো সেনাবাহিনী বা যুদ্ধের নেতৃত্ব নবীনদের হাতে ন্যস্ত করতেন। তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও তাদের ব্যক্তিত্বকে আরও শক্ত করার জন্য সালাফ এমনটা করতেন। এতে করে নবীনরা তাদের পরে যোগ্য উত্তরসূরি হতে সক্ষম হবে।

পঞ্চমত, শরিয়তসম্মত পন্থায় ওয়াকফ করা

যেসব পন্থায় নেকির পাল্লা বৃদ্ধি করা যায়, দুনিয়াতে আখিরাতের আমল জারি রাখা যায়, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ওয়াকফ করা।

ওয়াকফ

> কোনো জিনিসের স্বত্ব নিজের করে রেখে সবার জন্য তা থেকে উপকার গ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত করে দেওয়াই হলো ওয়াকফ।[১৭১]

এখানে 'স্বত্ব বা মূল জিনস' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন সব বস্তু, যেগুলো থেকে উপকার গ্রহণ করলেও তার মূলটা অবশিষ্ট থেকে যায়। যেমন : বাড়ি, দোকানপাট, বাগান ইত্যাদি।

আর 'উপকার গ্রহণ' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উক্ত মূল বস্তু থেকে অর্জিত ফলাফল সকলে ভোগ করা। যেমন : বাড়ির ভাড়া, বাগানের ফল ইত্যাদি।

আর এ সংজ্ঞাটা রাসুল ﷺ-এর হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন :

فَاحْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ

> 'তুমি স্বত্ব তোমার কাছে রেখে দাও আর ফল সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দাও।'[১৭২]

---

১৭১. আল-কাফি : ২/২৫০

১৭২. সুনানুন নাসায়ি : ৩৬০৪

ওয়াকফ শরিয়তসম্মত হওয়ার দলিল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

'যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে খরচ করবে, ততক্ষণ তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ তা জানেন।'[১৭৩]

তথা তোমরা সদাকা হিসেবে যা ব্যয় করবে।[১৭৪] ওয়াকফ এমনই একটা সদাকা, এটি সদাকার ওপর ন্যস্ত।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো এবং সৎ কাজ সম্পাদন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'[১৭৫]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

'মানুষ মারা গেলে তার আমলের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি দরজা খোলা থাকে। (আমল-তিনটি হলো) সদাকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম, তার জন্য দুআকারী নেক সন্তান।'[১৭৬]

---

১৭৩. সুরা আলি ইমরান : ৯২
১৭৪. তাফসিরুত তবারি : ৬/৫৮৭
১৭৫. সুরা আল-হজ : ৭৭
১৭৬. সহিহ মুসলিম : ১৬৩১

ইমাম নববি রহ. বলেন :

'হাদিসে উল্লেখিত সদাকায়ে জারিয়া হলো, ওয়াকফ করা।'[১৭৭]

ওয়াকফ শরিয়তসম্মত হওয়ার তাৎপর্য

১. ওয়াকফকে এমন অর্থ জোগানের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়, যার দ্বারা বিশেষভাবে ও ব্যাপকভাবে মানুষ উপকৃত হতে পারে। ওয়াকফ এমন একটি পাত্রের ন্যায়, যাতে আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটি এমন একটি ঝর্ণার ন্যায়, যা শুধু কল্যাণকর জিনিসই উৎপন্ন করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ওয়াকফের উৎস হচ্ছে মুসলমানদের হালাল পন্থায় উপার্জিত সম্পদগুলো, তাদের মালিকানায় থাকা সম্পত্তি।

২. ওয়াকফকে সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণকর কাজ হিসেবে ধরা হয়। ওয়াকফভিত্তিক কল্যাণকর কাজের প্রভাব সমাজে অনেক বেশি প্রতিফলিত হয়। এটি বিরাট উন্নয়নশীল আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামি ইতিহাসের শত শত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে ও বুঝতে পারি যে, ওয়াকফের মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক, জ্ঞানভিত্তিক, স্বাস্থ্যবিষয়ক ও সামষ্টিক অনেক উপকার সাধিত হয়, এটি উন্নতি ও প্রগতিতে অনেক বড় ভূমিকা রেখে এসেছে সুদীর্ঘ কাল থেকে। মসজিদ, মাদরাসা, লাইব্রেরি, হাসপাতাল ইত্যাদির তত্ত্বাবধানে এর ভূমিকা অনেক ব্যাপক। যার দ্বারা বিশেষ শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও সাধারণ মানুষ উপকার পেতে সক্ষম হয়। তা ছাড়া ওয়াকফভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক আন্দোলন, কৃষি ও শিল্পের জাগরণে ভূমিকা রাখতে পারে। বিভিন্ন মৌলিক অবকাঠামো যেমন : রাস্তা, সেতু, পুল তৈরি করার জোগান পাওয়া যেতে পারে।

ওয়াকফের সামাজিক গুরুত্ব ও উপকারিতাও রয়েছে। যেমন : পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিকভাবে একে অন্যের দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয় ওয়াকফের কল্যাণে। মিসকিনদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, দরিদ্রদের সহায়তা করা, যুবকদের বিবাহের ব্যবস্থা করার মতো কাজগুলো করা যায়

---

১৭৭. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ১১/৮৫

এর মাধ্যমে। যেমন : প্রতিবন্ধী, মাজুর, অক্ষমদের বিশেষ যত্ন নেওয়া। মৃত ব্যক্তিদের কাফন-দাফন ও কবরস্থ করার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

৩. ওয়াকফের মাধ্যমে ইসলামি শরিয়াহর জ্ঞানের দিকটি অনেক মজবুত ও শক্তিশালী হয়। এ সকল কার্যক্রমকে ধারাবাহিক করা যায়। যার ওপর ইসলামি দাওয়াতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ওয়াকফের ফলে মুসলিমরা ইসলামি জ্ঞানের দিগন্তে বড় ধরনের উপকার হাসিল করতে সক্ষম হবে; একটি ইলমি আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হবে। ওয়াকফের মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য অনেক বিরাট ইলমি উপকার, ইসলামি উত্তরাধিকার পাওয়ার সুযোগ হয়েছে। আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে এমন সৎকর্মশীল আলিমদের দেখতে পাই, যাদের অবদানের গৌরবে পৃথিবীর ইতিহাস আজও জ্বলজ্বল করছে।

৪. ওয়াকফ মুসলিম উম্মাহর মনে পারস্পরিক দায়িত্বভার গ্রহণের মানসিকতা নিশ্চিত করে। সামাজিক ভারসাম্য আনয়ন করে। তা ছাড়াও এর ফলে দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি হয়, দুর্বলরা শক্ত-সমর্থ হয় এবং অক্ষম লোকেরা সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

৫. ওয়াকফ উম্মাহর ব্যাপক কল্যাণ সাধন করে, তাদের বহু প্রয়োজন পূর্ণ করে। উন্নতি ও প্রগতিতে সাহায্য করে। ওয়াকফ ইলমি গবেষণা-অধ্যয়নের মাধ্যমে বিকশিত হতে সাহায্য করে।

৬. ওয়াকফের মাধ্যমে সম্পদের স্থায়িত্ব ও সে সম্পদ থেকে উপকারিতা পাওয়ার সময়কাল বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ দিক থেকে সম্পদের উপকারিতা কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে— এমন লোকদের থেকে ধন-সম্পদ সুরক্ষিত থাকে। এভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম উপকার লাভ করতে থাকে, আর ওয়াকফকারীর আমলনামায় সাওয়াব লেখা হতে থাকে।

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ

'বৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন জানা যায় না, তার প্রথম দিকের ফোঁটাগুলো অধিক কল্যাণময় নাকি শেষ দিকের, আমার উম্মতের উদাহরণ হলো এমন বৃষ্টির মতো।'[১৭৮]

অন্যান্য হাদিসের মাঝে বৃষ্টি ও তার সমার্থক যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তার মর্মার্থ হচ্ছে, এই উম্মত কল্যাণের উৎসমূল। আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ সৃষ্টিজীবের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। এর মাধ্যমেই তিনি জমিনকে শুকিয়ে যাওয়ার পর পুনর্জীবন দান করেন।

একইভাবে সর্বযুগে কল্যাণের ধারক-বাহকদের ইচ্ছাশক্তি, উচ্চ মনোবল এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এমন থাকে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন এ জন্য যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে আমরা মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে মানুষের রবের দাসত্বের দিকে পথ দেখাব। বিভিন্ন ভ্রান্ত ধর্মের অত্যাচার-অবিচার থেকে রক্ষা করে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার ছায়াতলে আশ্রিত করব। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে নিয়ে আসব।

মানুষের ওপর তখনই বৃষ্টি বর্ষিত হয়, যখন তারা হতাশা, নিরাশা ও কঠিন সময় অতিক্রম করে। আর মুসলিম উম্মাহর উদাহরণও এমনই। তাদের ওপর যুগের পালা বদলে অনেক বিপদাপদ আপতিত হয়েছে, ইসলামি ইতিহাসের দীর্ঘ সময়ে তারা নানা ভয়-ভীতির সম্মুখীন হয়েছে এবং জুলুম-নির্যাতনের তীব্রতায় তারা প্রকম্পিত হয়েছে। কিন্তু তখনো মুসলিম উম্মাহ ভেঙে পড়েনি, নিরাশ হয়নি, কোনো শক্তির কাছে নত হয়নি। বরং প্রতিটি বিপদের সময় তারা দৃঢ় ইমান-বলে আল্লাহর রহমতে সকল বিপদাপদ ও ষড়যন্ত্রের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে পূর্বের চেয়ে অধিক শক্তিশালীরূপে,

১৭৮. মুসনাদু আহমাদ : ১২৪৬১

পূর্বের চেয়ে অধিক দৃঢ় ইমান নিয়ে। ষড়যন্ত্রকারী মিথ্যা প্রতারকগোষ্ঠী সব সময় মনে করত যে, তারা সফল হয়েছে, ইসলামের আলো তারা নিভিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য পর্যবেক্ষণরত আছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাঁর নুরকে পূর্ণতা দান করবেন; যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।'[১৭৯]

সাহাবায়ে কিরাম ﷺ যখন আল্লাহর বাণী শুনলেন—

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

'তোমরা কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা করো।'[১৮০]

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

'আর তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের দিকে ছুটে আসো, যার পরিধি আকাশমণ্ডলী ও জমিনের সমান। আর তা মুত্তাকিদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।'[১৮১]

তখন তাঁরা এই আয়াতদুটি থেকে অনুধাবন করলেন যে, তাদের সকলকেই চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হবে। তাদের প্রত্যেককেই এই কল্যাণ অর্জনের জন্য প্রতিযোগী হতে হবে। প্রতিযোগিতা করতে হবে। যেন এ কাজে তিনি অগ্রগামী হন, যেন তিনি হন এ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছার ক্ষেত্রে সবার আগে।

---

১৭৯. সুরা আত-তাওবা : ৩২
১৮০. সুরা আল-বাকারা : ১৪৮
১৮১. সুরা আলি ইমরান : ১৩৩

তাই যখন কোনো সাহাবি অপর সাহাবিকে দেখতেন যে, তিনি তার তুলনায় বেশি নেক আমল করছেন, তখন উক্ত সাহাবিও প্রতিযোগিতায় লেগে যেতেন তার সমান হতে। বরং বলা ভালো, তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতেন। তাদের প্রতিটি চেষ্টা, প্রচেষ্টা, প্রতিযোগিতা ছিল আখিরাতের জন্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

'আর এতে যেন প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে।'[১৮২]

আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি—তিনি যেন আমাদের সকল কল্যাণকর ইলম দান করেন। নেক আমলের তাওফিক দান করেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর সকল সাহাবিদের প্রতি।

- মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ